কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত

এবং

বহুতর প্রাচীন কবিগণ কৃত পদসমূহ রাগ

রাগিণী সম্বলিত একত্রে সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চৌধুরীর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া

শ্রীরামকানাই দাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৫৪ নং যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট

সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৪।

সূচীপত্র

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত

পদাবলী।

শ্যামার রণবর্ণনা ঘটিত গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল রূপক।

মা। কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর হৃদে, কত নাচ গো রণে।।
সদ্য হত দিতি তনয় মস্তক হার লম্বিত সুজঘনে
কত রাজিত কটিতটে নিকর নরকর
কুণপ শিশু শ্রবণে।
অধর সুলোলিত বিম্ব লজ্জিত,
কুন্দ বিকশিত সুদর্শনে।
শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল,
সাট্ট হাস সঘনে।।
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা [illegible]রণে।
শ্রীরাম প্রসাদ ভণে, মম মানষ নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল রূপক।

এলো চিকুর,নিকর কর কটি তটে, হরে বিহরে রূপশী
সুধাংশু তপন দাহন নয়ন নয়ানে বয় বসি শশী॥
শবশিশু ঈশু শ্রুতিতলে, বাম করে মুণ্ড অশি।
বামে তর কর বাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপসী॥
সদামদালসে কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি
সমস্তাম্বাবাসা মাভৈমাভৈ ভাষা,সুরেশাদ্যুকলাযোড়শী
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবপ্রিয়া, ভবার্ণব ভয় নাসি।
জন্মের যন্ত্রণা হরণে যন্ত্রণা চরণে গয়া গঙ্গা কাশী॥

রাগিণী বিভাষ। তাল তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী গতি
রতি পতি মতি মোহেরে।
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাত কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে হায়, একি ঠেকিলাম দায়, এজন্মের মত
বিদায়। কাল বলে এড়ালাম যে জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লটায়।
টেনে ফেলে রম্ভা ফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ঘটায়, কি কুরব রটায়
ভব দৈব রূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব,
কার ভরসায় রব হায়।

চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়,
নিতান্ত করুণাময়ী স্থান দিবে পায় ॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্ম সায়
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ শঙ্কটে প্রাণ বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্য রায় ॥
ওহে দৈত্যরায়, এই ভক্ত দক্ষিণায়,
আর কি কায আশায় ॥

রাগিণী বিভাষ। তাল তিওট।

নব নীল নীরদ তনুরুচি কে? ঐ মনোমোহিনীরে।
তিমির, শশধর, বাল দিনকর, সমান রচণে প্রকাশ
কোটিচন্দ্র ঝলকত শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ।
অবতংশশ্রবণে কিশোর বিধি হরি গলিত কুণ্ডলপাশ।
গলে শেপরবর্ণ সুহার লম্বিত সতত সঘনে নিবাস ॥
বামার বামকরপর খড়্গা নরশীর, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘনহাস
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষ চয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশ যে জনে,
প্রসবে এ কথা আভাষ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জলদ তেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘন বরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ রহিতা, ভুবন মোহিতা
একি অনুচিতা কুলের কামিনী॥
কুঞ্জরবর গতি আসরে আবেশ, লোহিতরসনা
গলিত কেশ, সুর নরে শঙ্কা করয়ে হেরিবেশ,
হুঙ্কার রবেরে দনুজদলনী।
কেরে নবনীল কমল কালিকাদল বলিয়া দংশন
করিছে অলি, নখচন্দ্রে চকোরগণ অধর অর্পণ
করতঃ পূর্ণ শশধর বলি॥
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, একহে নীল-
কমল ও কহে চাঁদ দোঁহে করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করয়ে ধ্বনি॥
জঘণ সুচারু কদলী তরু নিন্দিত
রুধির অধির বহিছে।
তদূর্দ্ধ কটিবেড়া নরকর ছড়া কিঙ্কিণী
সহ শোভা করিছে॥
করতল স্থলনলদল অতিশয়, বামে অসীমুণ্ড
দক্ষিণে বরাভয়, থল থল করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ভাবিছে সঙ্গে সঙ্গিণী॥
ঊর্দ্ধদ্বয় ভূধর হেরি হেরি করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে।
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ড হার সুন্দরী সুন্দর পরে॥

প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য
দামিনী নলকে, রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে,
দম্ভে কম্পে মদনে ধরণী ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঢিমে তেতালা।

বামা ওকে এলো কেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে রতি দ্বেষে ও কে এলোকেশে ॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরদেশে।
ঘোর সমরে মগনা, হোয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া,
ধররে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারীরে চিনিতে নারিরে,
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ॥
কারে আর ভজরে, ও রূপে মজরে,
রূপে আলো করেছে দিগদশে।
কি করি রণেরে, হোয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভনেরে চল কৈলাসে ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঢিমে তেতালা।

ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ,
বসন হীনা কে সমরে।
মদন মথন উরস রূপস হাসি২ বামা বিহরে ॥
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ২ সতত তর্জ্জে,
জন মনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
[illegible]ঙ্গে২ প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়ন নিরখেন জনে, গমন শমন নগরে।
[illegible]লয়াত প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু
[illegible]দম্বে, সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিক

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঢিমে তেতালা।

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী। ওকে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয় দল তনু শ্যামা ॥
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমরে নিপুনা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যম জয়ী বাজাইয়া দামা॥

....

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঢিমে তেতালা।

ঢল ঢল জলদ বরণে এ কার রমণীরে।
নখ রাজী উজ্জল, চন্দ্র নিরমল,
সতত ঝলকে কিরণ।
নিরখ হে ভূপ ঈশ শবরূপ উরসী রাজে চরণ
একি, চতুরানন হরি কলয়তি, শঙ্করী,
সম্বরণ কর রণ।
মগনা রণ মদে, সচল ধরাপদে,
চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত মত্তবারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
বারণ কদাচ না মানে বারণ॥

রাগিণী বিভাষ। তাল ঢিমে তেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে,
রথ রথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকাল সভা ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গ পতঙ্গ প্রায়,
মমে বাঁসি শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপ ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,
প্রবল দনুজ ঘটা গেলে গরাসে॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল গান বিভাষে।
নিকটে বিবুধ বধু, যতনে যোগায় মধু,
ঢুলায় বদন বিধু মৃদুং হাসে॥
সবাকার আসা বাশা, ঘচায়েছে আসা বাশা,
জীবনে নিরাশা ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে॥

রাগিণী বিভাষ। তাল ঢিমে তেতালা।

অকলঙ্ক শশি মুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শব রূপ বামা রণে কে॥
শিশু শশধর ধরা, গুণধরা, সুহাস মধুরাধারা,
প্রাণধরা তার, ধরা আলো করিয়াছে।
চক্ষে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর, কর ঝলকে॥

বামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে বিবসনা।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখ কুলা দন্ত মুলা,
আলো চুলা গায় ধুলা ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে হাসে, ভাষে রক্ষা কর নিজ দাসে
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে॥
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা মা বলিবে কে॥

রাগিণী বিভাষ। তাল তিওট।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়া গতাসবে॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু তনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহা পুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথা রবে।

রাগিণী মেঘ মল্লার। তাল খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তম নাশা। বামা কে?
ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে।

রূপসা সরসা শশী, হরোরসী এলোকেশী
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে ॥
কত চলে আস্য টলে, বাহু বলে দৈত্য দলে,
ডাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্য হীন, দুষ্ট চিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥

রাগিণী মেঘ মল্লার। তাল খয়রা

সদাশিব সবে আরোহিণী কামিনী।
শোণিত শোভিত ধারা মেঘে সৌদামিনী ॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভব ভবানী ॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী
পদ নখে শশী রাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিন রজনী ॥

রাগিণী মেঘ মল্লার। তাল খয়রা।

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা।
(?)র নিকর হিমকরবর রঞ্জি ঘনতনু, মুখ হিমধামা।
নব নব সঙ্গিনী, রণ রব রঙ্গিণী,
হাসত ভাষত নাচত বামা।

কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে,
ধরাতলে হত রিপু সমা ॥
ভৈরব ভূত প্রথমগণ ঘণরব রণজয়ী শ্যামা ।
করে করে ধরে তাল, বম বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা ।
ভব ভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন,
মুক্তি করম সুনামা ।
তবগুণ শ্রবণে, সতত মম মানস,
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥

রাগিণী ঝিঝিট । তাল আড়া ।

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন শরদ সুধাকর মণ্ডল বদনী
কুণ্ডল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে ।
বিপরীত একি কায লাজ ছেড়েছে দুরে ।
ঐ রথ রথী গজ বাজি বয়ানে পূরে ॥
মম দল প্রবল সকল কৃত হত বল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যু রূপিণী ।
ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী ॥
লঙ্ঘে গগণ ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু।
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু ॥
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপা লেশ জননী কালিকে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী ॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর বাম বিধু বামে তর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধর বরণী ॥
শব শব হৃদয় মন্দাকিনী রাজিত চলং উজ্জ্বল ধরণী
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর সুধাধারিণী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং কুরু হরমোহিনি
গিরিবর কন্যা, নিখিল শরণ্যে, মম জীবন ধন জননী

রাগিণী খাম্বাজ। তাল তিওট।

চিকণ কাল রূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদি বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণ তল,
হিমকর নিকর রাজিত নখরে।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কপাল নাশে,
ভাষে সুধা প্রমিতাক্ষরে।

কোকনদ ভ্রমে মধুকর চয় চঞ্চল
লম্বগতি পতিত যুবতী অধরে।
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মেদিনী বসন হীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর শর খর বরষিত,
কত কত শত শত রে॥
রামপ্রসাদ কবি অসিত মায়ের ছবি
ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে।
ও পদ পঙ্কজ পঞ্জরে বিহরতু,
মামক মানস হাস ধরে॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল তিওট।

হর হৃদি বিহরে।
অম্বুরুচি রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে!
মরকত কুকুরে মঞ্জু, মুকুতা ফল রচিত,
কিবা শোভা মরি মরি রে॥
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদ ভর, কমট ভুজগ বর,
কাতর মুর্চ্ছিত মহীরে॥

ঘোর বিষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি,
সুধা ত্যজি বিষপান করি রে।
ভণে শ্রীকবি রঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরিরে॥

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর, অম্বুরুচি রঞ্জিত, তরুণ তমাল॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস ঊর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল।
নগম সারিগম গণ গণ গন মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল
তা তা থেই২ দ্রিম কি২ ধু ধু ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়ন্তি শ্যামা সুন্দরী রক্ষ মম পরকাল।
দীহ জন প্রতি কুরু কৃপা লেশ, বারয় কাল করাল।

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধারাধর, রুধির ধারা নিকর,
কালিন্দির জলে কি কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে।

কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী, হৃদে ভাবিছে ॥

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তরঙ্গ বয়েস।
দনুজ দলনা ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমর বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রথম সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিনীবর সঙ্গিনী নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথি করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গরহ নরকর কটিদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবন পালিকে,
করুণাঙ্কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার হরবধু হর ক্লেশ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মরহরে।
[illegible]রী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী ॥

নাসে মুকুতা ফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর মন্দ মন্দ হাঁসি।
একি করে, করি করে ধরে রণে পশি।
তনুক্ষীণা স্তনবিনা বস্ত্রহীনা ষোড়ষী॥
নীলকমল দল আভাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচ অপ্রকাস্য, ভালে শিশুশশি।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি।
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী॥
দিতি সুতচয় সমর চণ্ড সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা হবে সেটা দুঃখ রাশি॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব থর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশি।
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জনাশ,
হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী॥
ইহকালে পরকালে অন্তকালে তুচ্ছ বাসি।
কথা নিতান্ত কৃতান্ত শান্ত শ্রীকান্ত প্রবেশি॥

রাগিণী ছায়াবট। তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী?
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী,
কে রণে রমণী।
সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ একি শরদইন্দু,
কমলবন্ধু বহ্নি সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী॥

আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস্য লোক প্রকাশ
আশুতোষ বাসিনী।
ফণি ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী,
কেশাগ্র ধরণী পর বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণ সাজ,
না করে লাজ কেমন কায, মম সমাজ তরুণী ॥
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল একি বিশাল
তা ভাল ভাল কাল দণ্ড ধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর কর নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী,
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বস্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণ প্রান্তে মন দুরন্তে রাখ কৃতান্ত দমনী।
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল হাসে
খল খল, টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা ডাকিছে শিবা
শিব ডরে শিবা আপনি,
প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পাবিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ,
প্রসাদ বিষাদ নাশিনী ॥
রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।
কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী,
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু অনু অমা নিশা, দিগম্বরি বালা কৃশা
সব্যে বরাভয় বাম করে মুণ্ড অসি ॥

রি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল কালরূপ হেন বাসি॥
নানা রূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজি রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্য রূপিণী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, আকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ অসি ভাব বাঁশী॥

রাগিণী ললিত। তাল রূপক।

ললিনা নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালর্ক বিধু, শ্রুতি তলে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুর মুখী মধুর লালসা।
সোম মৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন.কর্ম্ম নাশা।

হরিশক্তি হরি মধ্যা, হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই যে ভজে দিগ্বাসা॥

ও কেরে মনোমোহিনী। ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল তড়িৎ পুঞ্জ, মণি মরকত কান্তি ছটা।
ও কেরে মনোমোহিনী।
একি চিত্র চলনা, দৈত্য দলনা,
ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী।
সপ্তপোতি সপ্তহেতি, সপ্তবিংশপ্রিয় নয়নী।
শশীখণ্ড শিরসী, মহেশ উরসী,
হরের রূপসী, একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসা নলকে বেসরে মণি।
মরি হে কি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা রসকূপ বদন খানি॥
শ্মশানে বাস, অট্ট হাস, কেশ পাশ কাদম্বিনী
বামা, সমরে বরদা অসুরে দরদা,
নিকটে প্রমোদা প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ,
পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি॥

মা হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী ...,
করুণাময়ীরে, বল জননী।

ষটচক্র ভেদ

কুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছো গো অন্তরে
মা আছো গো অন্তরে।
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে॥
শিব শক্তি সব্য বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গ রূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভি স্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্যবরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ক, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিদান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,

অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তব বো
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাং, লয় হয় অচিরাৎ
যং রং লং বং হং হৌং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপা দৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধাক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেই ইন্দু
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খে
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাই, তার আর
থাকে জীব শিব কর তারে;
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি এ বিষ
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞা চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের
হংসী রূপে মিল হংস বরে॥
চারি ছয় দশ বারো, ষোড়শ দ্বিদল
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে।

শব সাধন।

দম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বম বম বাজাইয়া গাল ॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভুত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধ চন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল ॥
ভুজঙ্গ, নাগ সর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
মুন্ডপায় ভুতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সন্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥
যে জন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
হং, সন্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
ভজে সে কি মানে, বোসে থাকে বিরাসনে,
আরোহণ ভেতাল ভুজঙ্গ ॥

আগমনী।

রাগিণী মালশ্রী।

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমারে,
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ শশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ২ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে।
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধো[illegible]
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নির[illegible]
চুম্বে অরুণ অধরে!
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিকা[illegible]
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ হোয়ে, আনন্দিত মন,
হেসে হেসে ধরে করে।
কহে, বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা [illegible]
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হা[illegible]
ভাসে আনন্দ সাগরে।

জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবা নিশি নাহি জানে আনন্দ পাশরে ॥

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণী নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো মা সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
আমার, অদেয় কি আছে, এসো দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥
রাণী, ভাসে প্রেম জলে, দ্রুত গতি চলে,
খসিল কুন্তল তার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরি কত দূরে আর গো ॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।
এলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে?
মা বলে একি কথা মার গো ॥

রথে হোতে নাবিয়া শঙ্করী, মায়ে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে
এমন শুভ দিন আর কার গো।

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বোসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হোলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিম গিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরি যেমন নিরাশা সুধার॥

মনের প্রতি উপদেশ।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখি হও, করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরি সুতা, পড়লে শুম্‌লে দুদি ভাতি।
ওরে, জানমাকি ডাকের কথ', না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি
ওরে পড় বাবা আত্মরাম, আত্ম জনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি
ওরে গাছের ফলে, কদিন চলে, কররে চার ফলে স্থিতি
রামপ্রসাদ বলে, ফলাগাছে, ফল পাবি মন শোনযুকতি
ওরে, বোসে মুলে, কালী বোলে, গাছনাড়া দেও নিতি২

আর কায কি আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি২।
ওরে হৃদকমলে, ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা, নাই মাথা ব্যথা,
অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা নিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ কর তলে, ভাব্‌লে এলোকেশী ॥

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা ॥
ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে, সেজলে মিশায়েজল, এই হিকের একরূপভাবনা
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তি ক্রমে কাঁচে যত্ন,
মনরে ওরে, শ্রীনাথ দত্ত কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোলনা
অপুর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদী ধাতী,
মনরে ওরে, জন্ম মরণশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে ওরে, সিন্দুর বিধবারভালে, মরিকিবা বিবেচনা

মায়া রে পরম কৌতুক।
যেমন মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধে ঘটে সুখ ॥

আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে ওরে মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধে বুক।।
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা সুখ দুখ ॥
দীপ জ্বলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে এক টুক্।
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাকো, আপনি আপন দেখো,
মনরে, রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ মুখ ॥

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে, উন্মত্ত আঁধার ঘরে ॥
সে যে, ভাবের বিষয়, ভাবব্যতীত, অভাবে, কি
ধর্ত্তে পারে।
মন্ অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে ॥
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারি ভোর হোলে
সে লুকাবেরে ॥
ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম্ নিগম তন্ত্র ধোরে।
সে যে, ভক্তি রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে
সে ভাবলেতো পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে
চুম্বুকে ধরে।।
রাম প্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে আমি তত্ত্ব করি,
সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ি বুঝরে মন ঠা

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্য অতি পরিপাটি ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব সৃষ্টি
গর্ভে যখন যোগ তখন ভূমে পোড়ে খেলেম মাটি,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, দড়ির বেড়ী কিসে কাটি
রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান কোরে, বিষের জ্বালায় ছটফটী
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদিপুরুষের আদিমেয়েটী
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা তুমি পাষাণের বেটী ॥

মন কেনরে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥

ভবে এসে ভাবছো বোসে কালের ভয়ে হোয়ে ভীত
ওরে, কালের কাল মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত
ফণি হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড় অদ্ভুত ॥
ওরে, তুই করিস কি কালে ভয় হোয়ে ব্রহ্মময়ী সুত।
মিছে কেন ভাব দুখে, দুর্গা দুর্গা বল মুখে ॥
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবে তোমার তেমনি মত

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক।।
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্য ময় ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন, হোলে নিদ্রা ভঙ্গ।
অন্ধস্কন্ধে অন্ধচড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মিকে কি কর্ম্ম ছাড়ে তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ।
প্রসাদ বলে বাক্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥

২৩.০০৭

মন কোরো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা।
হোয়ে দেবের দেব সবিবেচক তেঁইতো শিবের
দৈন্য দশা ॥
সে যে দুঃখি দাসে দয়া বাসে সুখের আশে বড় কসা
হোয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজে আলয় বনে গমন হেরে পাশা
হরিষে বিষাদ আছে মন কোরনা এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি কোরে পুরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়ার তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাসা ॥

প্রসাদের মন হও যদি মনকর্ম্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মতন মতন কর যতন রতন পাবে অতি খাসা।

রসনে কালী রটরে ॥
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধোরেছে জটরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থ মাত্র ঘট পটরে।
রসনারে কর বশ, শ্যামা নামামৃত রস,
গান কর পান কর পাত্র বট রে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকট রে।
শ্রুতি রাখ সত্ত্ব গুণে, অন্য নাম নাহি শুনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিরে কোঠরে।

ওরে মন চড়কি ভ্রমণ কর এঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে না চিন তাহারে॥
যুগল সয়ম্ভু যুবতী উরে।
মনরে ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছ তাহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে ওরে বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালি, বাজায়
নানা স্বরে॥

কাম দীর্ঘ তাড়ায় চোড়ে,তাংলে পাঁজর পাটে পোড়ে
মনরে ওরে যাতনা কোরে তুচ্ছ ধন্যরে তোমারে ॥
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে মায়া ডোরে বড়শী গাঁথা স্নেহ বল যারে
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে শিঙ্গেফুঁকে শিঙ্গে পাবি,ডাকো কেলে
মারে ॥

কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে ।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে ।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাঁসি তড়িৎ শোভা করে ॥
স্থিরবধি অবিশ্রান্তে নেত্রে বারি ঝরে ।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম পরে ।
রাম প্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে ॥

কালী পদ ময় কত আলানে মন কুঞ্জরের বাঁধ এটে ।
কালী নাম তীক্ষ খড়্গে কর্ম্ম পাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে ।
একে পঞ্চ ভূতেরভার,আবার ভূতের বেগার মর খেটে ।

সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদয় ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা পরমায়ু যায় ঘেটে॥
নানাতীর্থ পর্য্যটন শ্রম মাত্র পথ হেটে।
পাবে ঘরে বোসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে॥
রাম প্রসাদ বলে কিসে কি হয় মিছে মলেম শাস্ত্র
[ঘেটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে।

কায হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতি রঙ্গ রসে॥

যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে॥
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধনে বোলে সবাই রোষে।
যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি, ধর্বে যখন অগ্র
কেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসীকাচা, বিদায় দেবে
দণ্ডিবেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে
আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মোলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে
অনায়াসে।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু তলেরে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি
অহঙ্কারে অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধোরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানের দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হোলে কালের কাছে জবাব দিবি
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি।

আছি উঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে হরিষে ॥
আগে ভাঙ্গবো গাছের পাতা ডাঁটি ফল ধরিব শেষে
রাগ দ্বেষ আদি দোষ রেখে দূর দেশে।
রব রসাভাসে হাপ্রত্যাসে ফলিতার্থ রসে ॥
ফলের জলে সুফল লোয়ে যাইব নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়া, ফলাফল ভাসায়ে
নৈরাশে ॥
মন্ কর কি লওরে সুধা দুজনাতে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন সূর্য্য সম শেষে।

রাম প্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠ, শুদ্ধি তরায়েছে।
মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কোটে

ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জানেনা, মাননা, শুননা কথা,
ছি মন তুই বিষয় লোভা॥
অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি তুই সতিনে পীরিত হয় তবে শ্যামা মারে প
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটয়ে বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা
কল্যাণ কারিণী বিদ্যা তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়া সুত ভেদসুত তারে দুরে হাঁকায়ে দেবা
আত্মারামের অন্ন ভোগ দুটো সেই মাকে দেবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে ব্রহ্মরসে মিশাইব'

ভাবনা কালী ভাবনা কিবা।

অরে মোহময়ী রাত্রি গতা সংপ্রতি প্রকাশে দিবা।
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে কমল ভাল প্রকাশ করেছে শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ষড় দর্শনে সেই অন্ধ গুলা
ওরে না চিনিল জেষ্ঠা মুলা খেলা ধুলা কে ভা

সেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট,
যে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্বকে পাইবা।
যে রসিক ভক্ত শূর, সেহ প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর, আগুণ বেঁধে কে
রাখিবা॥

শ্যামা মারে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে ভেবে দেখ।
পরিহরি ধন মদ, ভজ কোকনদ পদ,
কালের নৈরাশ কর কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, সুখে থাক।
রাম প্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় করি জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা দূরে হাঁক॥

কালীর নাম জপ কর।
কারে শঙ্কা, মার ডঙ্ক', যাবে কালীর কাছে।
কালীভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিষ্য রাত্রি দিবা রক্ষা হেতু পাছে॥

যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহির বাসনা ভোগ,
যার ইচ্ছা যোগ ভোগ ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পোড়ে থাকে নাচে ॥

এ শরীরে কায কিরে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক ধিক কালী নাম নাহি বলে॥
কালী রূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডোবে চরণ তলে
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায,
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদলে ॥
সে চরণে কায কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে।
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কদাচ ফলে।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্মসুধা ত্যজি কুপে পোড়ে আপন খাবে
ভবজয়া পাপরোগ, লীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে ওরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণীস্নানে রোগ
বাড়াবে।

কালী নাম মহৌষধী, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে পান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাতে পরমাত্মায় মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড় কল্পতরু ছায়া,
ওরে কাটা বৃক্ষের তলে গিয়া মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে

ছিছি, মন ভ্রমরা দিলি বাজি।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি॥
পশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজি
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীৎ পাজি॥
অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়া যেন কাজির তাজি।
তুমি ঠেক্‌বে যখন জানবে তখন কর্ম্মেকালে
পাপষবাজি॥
কাল জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে যত হয় গতাজি।
পাছে চেরের কোটায়, মন টোটায়, যে ভজে
সে মন্দগাজি॥
কুতুহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি॥
মন জাননা শেষে ঘটবেকি লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ কোরে পথে দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা
ওরে শ্যামা মার চরণে মনে মনে হওরে আঁটা॥

পিঞ্জরে পুষেছ পাখি আটক করে কেটা।
পরে জাননা যে তার ভিতরে দুয়ার আছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গি সঙ্গি খিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছে এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো সনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ি বুঝাইব সেটা॥

মন ভাল বাস তারে। যে ভব সিন্ধু তারে॥

এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে।
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত যে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথাকা।
সংসার কেবল কাচ, কুহুকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পোড়ে কারাগারে।
অহঙ্কার, দ্বেষ, রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গা নাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে॥

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল।
গ্রহণে কালীর নাম নয়নে ঝরে জল।
তুমি বহুদর্শী মহা প্রাজ্ঞ, স্থির কোরে বল॥
একাটা করি অভিপ্রায়, ডোবা কাষ্ট বটে কায়
কালী নামাগ্নি রসনা জ্বলে, সেই জল টল টল।
কাল ভাব চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব শিরে গঙ্গা তারি প্রবাহ নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে তরু,
গঙ্গা যমুনার ধারা, নিতান্ত এই ফল।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥

......

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী শান্তনা কর না এই মনে।
শিব কৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন যায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
মজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকাসনে॥
দ্বিপাশে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হৌক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্তকরা উপযুক্ত,
কিবা কায অভিমুক্ত পুরী গমনে॥

কে জানে কালী কেমন।
তারা পদ্মবনে হংস সনে হংসী রূপে করে রমণ॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝেনা ধর্ব্বে শশী
হয়ে বামন।

—

কালী গুণ, গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মুল, পৃষ্ট দেশে অনুকুল,
অনায়াসে পাবে কুল কাল রবে চেয়ে।
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারি অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদি পলাইবে ধেয়ে॥

—

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভুত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ
বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্যগণ্য, মান্য কোরে সব
খোয়ালে।

প্রসাদ বলে যা ছিলি তাই, তাই হবিরে নিদানকালে
যেন জলের বিম্ব জলে, উদয় লয় হয়ে সে মিশায়
জলে।

প্রার্থনা ও স্তুতি।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী॥
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে নারি
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরারী।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণ ধূলায়
অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি
হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবেতো মা পেতে
পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লোয়ে আমি মরি
ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লোয়ে
বিপদ সারি॥

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছো সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এ সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছো বোলে শিব ভিকারী
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে যাননি ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানি কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ধরি।
ওমা কোথায় লুকাবে তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদে দিতে মা এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি

এবার কালী কুলাইব।
কালী কোস কালী বুঝে লব ॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালের কালের মুখে কালী দিয়ে
চলে যাব ॥
সে যে নৃত্য কালী, কি অস্থিরা কেমন করে তায় রাখিব
আমার মনযন্ত্রে বাদ্য করি হৃদ পদ্মে নাচাইব ॥
কালীপদের পদ্ধতি যা মন তোরে তা জানাইব ॥
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা সে কটকে কটে দিব
প্রসাদ বলে আর কেন মা আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালী কালী
বাত না ছাড়িব ॥

তুমি এ ভাল কোরেছো মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা কি ক্ষতি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজি ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম, খেতাম,
মজুরি করিয়া তোর।
এবার মজুরি হোলোনা, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ।।
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছা মিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এমা ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে
কি কায তোর কঠোর।
আমার এ কুল ও কুল দুকুল মজিল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এ মা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে,
দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পোড়ো দুটানায়,
মরে মন ভুঁড় চোর গো ॥

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ খাদ উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেম্নি ধারা তেম্নি তো দেখায়
যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে পেয়ে নাশ ভয়।
ওমা তুমি তো অন্তরে জাগো সময় বুঝ্‌তে হয়॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাথে তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় ট্যাকা এবড় সংশয়॥
প্রসাদে ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রাম প্রসাদের আশায়॥

মোরে তরা বোলে কেন না ডাকিলাম।
এ তনু তরণি ভব সাগরে ডুবালাম॥
এ ভব তরঙ্গে তরি বাণিজ্যে আনিলাম।
ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মন ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কায করিলাম।
তুফানে ডুবিল তরি আপনি মজিলাম॥

পতিত পাবনি তারা কেবল তোমার নাম সারা।
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাযের ধারা॥

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিলো, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিলো,
তদবধি হোয়ে আছ, ফণী যেন মণি হারা।
ঠেকে ছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য করণ তোমার নাই,
ওয়ায়, সয়, তয়, রয়, সেইরূপ বর্ণ পারা॥
দশের পথ বটে সোজা দশের লাঠি একের বোঝা,
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল ব্যাটার কথায় মোজে, এতকাল মোলেম
ভোজে,
দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও ফারখৎ,
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষি তোমায়
ব্যটা বারা।
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত হোয়ে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতুহলে, তারার লুকায় তারা॥

নটবর বেশ বৃন্দাবনে কালি হোলে রাস বিহারী।
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥

আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছো ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভালো,
ভুলালে নাগরী, নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজ কুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কালী, শ্যাম শ্যাম তনু,
একই সকল, বুঝিতে নারি।

কালি ব্রহ্মময়ী গো!

বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজ তলাসি ॥
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার
এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গ, কৃষ্ণ রূপে ধর বাঁশী।
ওমা রাম রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চির বিলাসী।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥

যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
এমা অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা গয়া
কাশী ॥

....

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহল লোয়ে বেড়াই আমি ॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিশ করি দিতে হবে কমী ॥
আমি মোলে এ মহলে আর নাই হামি।
এখন ভাল না রাখ তো থাকুকক রামরামি ॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে লইল এ ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা রবে তুমি ॥
আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
চেননা আমারে শমন চিনুলে পরে হবে সোজা।
আমি, শ্যামার দরবারে থাকি, অভয়পদের হইবে
বোঝা ॥
ক্ষেমার খাসে আছি বোসে নাই মহলে শুকা হাজা।
দেখ ব্যালি চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহল আছে
তাজা ॥

প্রসাদ বলে শমন তুমি বোয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা,
ওরে, যে পদে ও পদ পেয়েছো, জাননা সে পদের
মজা ॥

তারার জমী আমার দেহ ইথে কি আর আপদ আছে
ও যে দেবের দেব স্বকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ
বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া এদেহের চৌদিকে ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কোর্ত্তে পারে মহাকাল রক্ষক
রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছটা বলদ ঘরে হতে বার হোয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে পাপ তৃণ সব কেটেছে,
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায় অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই চতুর্বর্গ ফল ধরেছে ॥
জানিলাম বিষম বড় শ্যামামায়েরি দরবার রে।
ফুকারে ফুরেদী দাদী না হয় সঞ্চার রে ॥
আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাস্য কিবে,
মাগো ওমা দেওয়ান দেওনা নিজে আস্তা কি
কথার রে।
লাক উকীল কোরেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহায় বাড়া
মাগো তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি কাননাই
বুঝি মার রে।

গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছো কালা,
মাগো রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিলে আমার
রে।

হোয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা।
হোয়েছি জোর ফরিয়াদী।
মন করিছে আনিবদারী, নেচে উঠে ছটা বাদি ॥
অবিদ্যা বিমাতার বেটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো প্থুরে হোতে দুর
কোরে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হোয়ে যাই আশা
নদী ॥
হজুরে তজবিজ কর মা হাজির ফরিয়াদি দাদি।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজন ধন সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
এমা তোমার পুত্তে, সতিন সুতে জোর করে, কার
কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভণে ভর্ষা মনে বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আরকি এবার ফাঁদে
পা দি ॥

মা আমার অন্তরে আছ।

তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।

মা আমার অন্তরে আছ।

তুমি পাষাণ মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও
কাচ॥

উপাসনা ভেদ তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।

যে পাঁচেরে এক কোরে ভাবে তার হাতে কোথা বাঁচ

বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে ইাঁচ।

যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।

তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হোয়ে
নাচ॥

আর ভুলালে ভুলবনা গো।

আমি অভয়পদ সার কোরেছি ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌বো
না গো॥

বিষয়ে আসক্ত হোয়ে বিষের কুপে উলবো না গো।

সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুণ তুলবো না গো।

ধনলোভে মত্ত হোয়ে দ্বারে২ বুলবো না গো।

আশা বায়ুগ্রস্ত হোয়ে মনের কথা খুলবো না গো॥

মায়া পাশে বদ্ধ হোয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো না গো

রাম প্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি ঘোলে মিশ যুলবো
না গো॥

আসার আশা আশা কেবল আসা মাত্র হলো।
চিত্রের কমলে যেন ভৃঙ্গ ভুলে গেলো।
খেলরো বোলে ফাকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো আশা না পুরিলো॥
নিম্ খাওালে চিনি দিবে কথায় কোরে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিক্তমুখে সারা দিনটা গেলো॥

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননী শিবে।

তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে।
থাকে থাকে যায় যায় এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকেতো কায কি আমার ভবে
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ অনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন করি ডুবাও ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমিইতো সে হবে।
ভবে থাকলে ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে॥

আমায় ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপা দৃষ্টি পাদপদ্ম বাঁধা হরের কাছে॥

ও চরণ উদ্ধারের মা আর কি উপায় আছে।
প্রাণপণে খালাস কর টাটে ডুবে পাছে॥
যদি বল অমুল্য পদ মুল্য কি তার আছে।
প্রাণ দিয়ে শব হোয়ে বাঁধা রাখিয়াছে॥
বাপের ধনে ব্যাটার স্বত্ব কার কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে কুপুত্রকে নিরংশি করেছে॥

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলিনে মা তনয় বোলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা শিখেছিলে মায়ের
তোমার পিতামাতা যেম্নি দাতা তেম্নি দাতা আম
হলে॥
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার মা সেজন তোমার পদ
তলে।
ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥
জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা কতই দুঃখ দিয়াছিলে।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে, ডাক্‌ব সর্ব্বনাশি
বলে॥

জননী পদ পঙ্কজ, দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন তনয় ভয় চয় বারিণী॥

প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা হীনা মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী।
অগম নিগমাতীতা, খিল মাতা খিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্বভূতে, বিহাসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি ত্রিধারা কারিণী॥
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপ ত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার বিফল জানি।

পতিত পাবনী পরা, পরামৃত ফলদায়িনী!
স্বয়ম্ভু শিরসী সদা সুখ দায়িনী।
সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,
কৃপাঙ্কুর স্বগুণে নিস্তার কারিণী॥
পাপকৃত ফণি পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারা রূপে তারয় নিখিল জননী।
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণি তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবগৃহিণী॥

ও জননী অপরা জন্ম হরা জননী।
অপারে ভব সংসারে এক তরণী ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদে ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফল দায়িনী॥
আনন্দ কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজগুণে তারয় ত্রিলোক তারিণী॥

পূর্ব্ব সংগ্রহের পর দ্বিতীয় বার সংগ্রহ
কালে যে সমস্ত রামপ্রসাদী গীত
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা।

রাগিণী রামকেলী তাল আড়া।

ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কে আসে।
গলিত চিকুর আসব আবেশে॥

বামা রণে দ্রুত চলে, দলে দানব দলে,
ধরি করতলে গজ গরাশে।
নীল কান্ত, মণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে,
বামার কিরূপ ছটারে, কিরূপ ঘটাবে,
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে॥
কালিয়া শরিরে, শোভিছে রুধিরে,
যমুনা কিংশুক ভাসে শলিলে।
কর রণ শ্রম দুর, চল নিজপুর,
নিবেদিছে রামপ্রসাদ দাসে॥

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

হৃদ্‌কমল মঞ্চে দোলে করাল বদনী।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে, পায়,
কাম আদি মোহ জায়, হেরিলে অমনি।
যে দেখেছে মারে দোল, সে ছেড়েছে মায়ের
কোল, (১) রামপ্রসাদের এই ঢোল মারা বাণী॥

---

(১) মায়ের কোল ছাড়া পুনরায় মাতৃগর্ব্ভে জন্ম-গ্রহণ পুর্ব্বক মাতৃ ক্রোড়ে না আইসা অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম নাহওয়া ইতিভাবঃ।

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল আড়খেমটা।

কালী নামে গণ্ডী (১) দিয়া আছি দাড়াইয়া।
শুনরে শমন তোরে কই, আমিত আটাসে নই,
তোর কথা কেনে রব সয়ে। ছেলের হাতের মোওয়া
নয় যে খাবে ছুলকো দিয়ে।
কটু বলবি সাজাই পাবি মাকে দিব কয়ে॥
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
রামপ্রসাদ যেন কয় শ্যামা গুণগেয়ে আমি ফাঁকি
দিয়ে চলে যাব চক্ষে ধুলা দিয়ে॥

রাগিণী ইমন। তাল একতালা।

কাজকি আমার কাশী, যার কৃত কাশী তত্বরসী,
বিগলিত কেশী।
জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি,
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘুষী॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারানশী, (২)
মায়ের করুণা, বরুণা ধারা, অসিধারা অশি।

---

(১) গণ্ডী রেখা আদি দ্বারা সীমা বদ্ধ স্থান" মণ্ডল
বিশেষ।

(২) কাশী ক্ষেত্রের দক্ষিণে অসী নামা নদী ও
উত্তরে বরুণা নামা নদী এই বরুণা ও অসীর মধ্যে
স্থিত প্রযুক্ত বারানশী নাম হইয়াছে।

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমশী, (১)
ওরে তত্ত্ব মসির উপরে সেই মহেশ মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি,
গলাতে বধেছে আমার কালী নামেণ ফাঁশী॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুঁড়ি, ভব সংসার বাজারের
মাঝে।
ঘুড়ি আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁন্ধা তাহে মায়া দড়ী
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা পঞ্জারাদি নানা নাড়ী,
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা কারিগরি বাড়া বাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কসা হয়েছে দড়ি,
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে হেসেঁ দেও মা হাত
চাপড়ী।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি,
ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়িবে গিয়া তাড়াতাড়ী॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সুপেছি,
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।

---

(১) তত্ত্বমশী ব্রহ্মভাব অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম।

কালী নাম মহামন্ত্র আত্ম শির শিখায় বেঁধেছি,
আপশু দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গা নাম কিনে
এনেছি।
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার সমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই ভেবে
আছি॥
দেহের মধ্যে ছজন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি,
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গাবলে যাত্রা করে বসে আছি॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা,
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা॥
স্বগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ ডেলা দিয়া ভাংছে
ডেলা।
মাগী সকল বিষয় সমান রাজী,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা,
যখন জোরওয়ার আসিবে উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া জাবে ভাটির বেলা॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

বলমা আমি দাড়াই কোথা,
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥

মাসোহাগে বাপের আদর, এদৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা।
তুমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা,
যখন বিমাতা আমায় কোলে লবে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা,
ওমা যেজন তোমার নাম করে,
তার হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা (১)॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল খএরা।

সেকি সুধই শিবের সতী, যারে কাল করে প্রণতি।
সটচক্রে চক্রকরি করয়ে বশতি,
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্র দলে স্থিতি॥
লেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে মহাকালে স্থিতি,
ওরে বল দেখি মন সেবা কেমন নাথে মারে নাথী॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা সকলি ডাকাতী,
ওরে সাবধানে মন কর যতন হয়ে শুদ্ধ মতি॥

---

(১) হাড়ের মলো ঝুলি কাথা মহাদেবের ভূষণ অর্থাৎ সেবাকারী শিব হয়।

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

আমি ঐ খেদে খেদ করি গো তারা।
তুমি মাতা থাকিতে আমার জাগা ঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি আমার সময়ে পাশরি,
আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি,
তোমারি চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা নিলেনা খেলেনা সে দোষ
কি আমারি,
যদি দিতে পেতে খেতে দিতাম
খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি,
রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেনে রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁকঠারি,
তোমারি সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া মিষ্টি বলে ঘু'র॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

সমন অসার পথ ঘুচেছে,
আমার মনের সন্ধ দুরে গেছে।
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি
রয়েছে॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাধা আছে
সহস্র দল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে

দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকিদারি তারা রয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে,
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥
মূলাধারে সাধিষ্ঠানে, কণ্ঠমূলে ভ্রূকমনে,
এই চারি স্থানে চারি শিব নবদ্বারে চৌকি আছে
রামপ্রসাদ বলে ঘরে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় আছে,
তমোনাশ করি তারা হৃদ মন্দিরে বিরাজিছে॥
রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।
ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কালোরূপ কেনে হলো॥
কাল বড় অনেক আছে, এবড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে হৃদয় পদ্ম করে
আলো।
রূপে কালী নামে কালী কালো হইতে অধিক
কালো,
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্য রূপ লাগেনা ভালো॥
রামপ্রসাদ বলে ওরে এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
নাদেখে নাম শুনে কাণে,
মন গিয়া তার লিপ্ত হলো॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

মা আমি কি আটাসে ছেলে,
আমি ভয় করিনা চোক রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ওরাঙ্গা পদে,
শিব ধরে যা হৃদ কমলে ॥

আমি শিবের দলিল সৈ মহরে রেখেছি হৃদয়ে তুলে
আমার বিষয় চাহিতে হলে বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
এবার করব নালিষ নাথের আগে ডিক্রী লব এক
সওয়ালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত করে আমায় যখন করবি
কোলে ॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল খএরা।

আমি কি এমতি রব, (মাতারা)
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন, দীন হীন,
অসম্ভব আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি,
আমি কি ওপদ পাব মা তারা ॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই চরণে বিদিত সব,
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, একথা কাহারে কব
মা তারা ॥

প্রসাদ কহিছে, তারা ছাড়া নাম কি আছে আর
তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মাতারা)

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ তাল একতালা ঢিমা।
দিবা নিশি ভাবরে মন অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের এলো কেশী দিগ বসনা।
মুলাধার সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা,
সদা পদ্ম বনে হংস রূপে আনন্দ রসে মগনা।।
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা,
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখনা।।
প্রসাদ বলে ভক্তের সার পুরাতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা।।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।
মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটী চাব
সৌভাগ্য করবে দূরে, মৃত্যুঞ্জয় কর সেবা।
প্রসাদ বলে তবেই যেমন তবরোগে মুক্ত হবা।। (১)

---

(১) এই গীতের অপরাংশপাওয়াযায় না।

রাগিণী জঙ্গলা তাল এক তালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন, হলাহল খাইয়ে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়করে কটাক্ষে হেরিয়ে;
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব যার চরণে লোটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণ ময়ী হয়ে।
নিশুম্ভ শুম্ভরে বধে, হুহুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

রাগিণী ললিত খাম্বাজ এক তালা।

তিলেক দাড়াওরে সমন বদন ভরে মাকে ডাকিয়ে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী এসেন কি না এসেন দেখিয়ে
লয়ে যাবি সঙ্গে যাব তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারা নামের কবচ মালা বৃথা আমি গলায় রাখিয়ে॥
মহেশ্বরি আমার রাজা. সমন রে,
আমি খাস তালুকের প্রজা
আমি কখন নাতান কখন সতান,
কখন বাকীর দায় না ঠেকিয়ে॥

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা অন্যে কি জানিতে পারে
যার ত্রিলোচন নাপেলেনঅন্ত আমি অন্ত পাব কিরে,

রাগিণী ললিত তাল আড়খেমটা।

বসন পরো মা বসন পরো তুমি,
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি !
খড়্গ হস্তে রুধির ধারা এমা মুণ্ড মালা গলে,
একবার হেট নয়নে চেয়ে দেখ মা পতি পদতলে গোমা ॥
সবে বলে পাগলহর এমা আরো পাগল আছে,
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণপাবার আশে ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী তাল জৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় মিছে ফিরো ভূমণ্ডলে,
ভুলনারে শ্যামার চরণ বদ্ধ হয়ে মায়া জালে ॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
আবার সে কর্ত্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্যে মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥

দিন রাম প্রসাদ বলে সমন যখন ধরবে চুলে,
যখন ডাকবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারিবে কালে॥

রাগিণী গৌরী গান্ধার তাল একতালা।

মা মা বলে আর ডাকিব না।
তারা দিয়াছ দিতেছো কত যন্ত্রণা॥
বারেবারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রো.য়ছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে!
মাতা বর্ত্তমানে, এদুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তার কি ফল বলনা॥
ছিলাম গৃহ বাসী করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো,এলো কেশী
না হয় ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগী খাব খাব
মা মোলে কি ছেলে বাঁচে না।
রাম প্রসাদ মায়ের পুত্র, মা হোয়ে হলি মা ছেলের শত্রু,
দিবা নিশি ভাবি আর কি করিবি
দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
মুলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করেছে মনন॥
কালী পদ্ম বনে হংস সনে হংসীরূপে কর্ছে রমণ।
প্রসবে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ডতা বুঝ যেমন।
সে যে সর্ব্বঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ্য এমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্যে কেটা জান্‌বে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে সন্তরণে
সিন্ধু তরণ, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝেনা,
ধরিবে শশী হোয়ে বামন॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

কালী নাম বড় মিঠা।
(ঐ নাম গান কর পান কর)
তোরে ধিক ধিক রসনা তুমি ইচ্ছা কর পায়েস পীঠা॥
নিরাকার সাকার ককার একার ভিটা।
ভোগ মোক্ষ নাম ধাম ইহার পর আর আছে কিটা॥
কালী যার হৃদয়ে যোগে শিরে তার জাহ্নবীটা।
সে কাল হলে মহাকাল হরকালে দিয়ে হাত তালীটা।

জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বাল ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
মন কর তায় বিল্যদল ক্রদ কব তায় যস্ত্রে কাঁটা॥
প্রসাদ বলে এতো দিনে মনের আঁধার গেল ছুটে
ওরে এতস্থ দক্ষিণা কালীর দেবোত্তরের ডাকের চিঠা॥

—

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
দিবা নিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
টাকি কেবল ফাকী যেমন, শ্যামা মা মোর হেমের তোড়া।
তুই কাঁচ মুলে কাঞ্চন বিকালি
ছিছি মন তোর কপাল পোড়া
কাল করেছে হৃদে বাস বাড়ছে যেন সাপের কোঁড়া
সেই কালের করো বিনাশ স্থাশ ধরের মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে মনরে আমার পাচ সোয়ারের তুরকী ঘোড়া
সেই পাচের আছে
পাঁচা পাচি তোমায় করবে তুলা কোঁড়া॥

—

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

এবার বাজী ভোর হইল, মন কিখেলা খেলালী বল
শতরঞ্চ প্রধানপঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল॥

এবার বড়েরর ঘর করে ভর, মন্ত্রী যে বিপাকে মলো।
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসি কাল কাটালো॥
তারা চলতে পারে সকল ঘরে; তবে কেন অচল হলো॥

রাগিণী খম্বাজ তাল এক তালা।

যদি ডুবলনা ডুবিয়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হালি ছেড়না ভরসা বাঁধো পারবি যেতে বেয়ে॥
মন চক্ষু ভাড়ি বিষম হাভীমজার মজে চেয়ে।
জাল ফান্দ পেতেছে শ্যামা বাজি করের মেয়ে॥
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম দেওরে উড়াইয়ে॥
রামপ্রসাদ বলে কালী নামে যাওরে সারি গেয়ে॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল এক তালা।

মনরে কৃষি কাজ জাননা।
এ মন মানবজমি রইলো পড়ি,
আবাদ করলে ফলতো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবেনা।
সেযে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছে তো যম যাবেনা॥
গুরু দত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তি বারি শিঁচে দেনা;
আপনা হতে না হয় যদি রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

কবিবর ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
মহাশয় প্রণীত
কোটাল হাট নিবাসি সাধক শিরোমণী
গীত।

রূপ সংক্রান্ত পদ।

পরজ কয়ালি।

তায় শিবের নয়ন ভুলেছে!
নিরুপমা রূপ চিকণ কালো হেরিয়ে।
তা নহিলে ত্রিলোচন পরম যতন কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে॥
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী ঘণ ভ্রমে চাতকিনী
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে গো।
হারাইয়া নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়া রোয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু অভিমানেত্যাজি তনু,
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।

ওরূপ আনন্দ নিধি, কমলা কান্তের হৃদি,
কমল প্রকাশ করেছে ॥

রাগিণী আলিয়া তাল কওয়ালী
আড়া তাল ফেরতা ।

শঙ্কর মনমোহিনী তারা, ত্রাণকারিণী ॥
ত্রিভুবন অঘ বিনাশিনী ভব জননী,
ভবাণী ভয়ঙ্করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী ॥
"আড়া ।" অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসীতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী ।
"কওয়ালী" বৃন্দাবন রস রসিক বিলাশিনী,
ব্যাস ভাষ খলু রাস প্রকাশিণী,
কমলাকান্ত হৃদি কমল তিমির হর বরজ রমণী ॥

রাগিণী মল্লার তাল একতালা।

সমর আলো করে কার কামিনী ।
সজল জলদ জিনিয়া কায় দশনে প্রকাশে দামিনী ॥
এলুয়ে চাচর চিকুর পাশ সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্ট হাসে দানব নাশে রণ প্রকাশে রঙ্গিনী

এলুয়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে নাকরে ত্রাস।
অট্ট হাসে দানব নাশে রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবাশোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘন তনু ঘেরে
কুমদ বন্ধু। অমিয়া সিন্ধু হেরিয়া ইন্দু মলিন এ কোন্
মোহিণী॥
একি অসম্ভব ভব, পরাভব পদতলে, শব সদৃশ
নিরব কমহাকান্ত কর অনুভব। কে বটে গো গজ-
গামিনী॥

রাগিণী খট ভৈরবি তাল খেমটা।

নব সজল জলদ কায়।
কালো হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥
কপালে সিন্দুর কটিতে ঘুঙুর রতন নুপুর পায়।
মৃদু২ হাসি দনুজ নাশিছে রুধির লেগেছে গায়
চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের মন ও চরণে ভ্রমর হইতে চায়॥

রাগিণী পরজতাল জলদ তেতালা।

বামা বয়েসে নবিন।
না জানি এমোন মেয়ে সমরে প্রবীন।

গুরু র অঙ্গের শোভা কটিতট ক্ষীণ।
সুরা সুর গণ মাঝে বসন বিহিন॥
বুঝি এলো দয়া ময়ী হইয়া কঠিন্।
চরণে তেজিব তনু আজি শুভ দিন॥
তনু দিয়ে তরে কত শত ক্রিয়া হিন।
কমলা কান্তের হবে মনের মলিন॥

রাগিনী পরজ তাল জলদ তেতাল।

কালোরূপ হেরিয়া নয়ন জুড়ায় রে॥
(কি আরে ও নবিন জলদ।)
মরি মরি সুন্দরি শ্রীবদন হেরি হেরি
তিমিরারী তিমিরে মিশায় রে।
কমলাকান্তের অন্তরে ওরূপ যাগে যাগে
দিবানিসি পাসরিলে পাসরা নাজায় রে।

রাগিনী ঝিঁঝিট টীমা তেতালা।

ওনব বয়সী ঘন শ্যামা, মরিলে সকল গুন ধামা।
নয়ন ভুলেছে মন বেঁধেছে বামা কেরে।
কেবলে উহারে কালো ত্রিভুবন করেছে আলো;
আমরি অকলঙ্ক (শশী) ষোড়সি বামা॥

ঘন ঘন অম্বুধানি সুচঞ্চল সৌদামিনী।
ঘরে নীল কাদম্বিনী মহেশ রূপসী বামা॥
কমলা কান্তের মন নিমগণ শ্যামারূপে।
ভুবন মোহিনী মুক্ত কেশী বামা॥

রাগিণী ঝিঁঝিট ঢিমা তেতালা।

মন প্রাণ ধন সরবস' আমার শ্যামা পরমা পরম
শিব মোহিনী॥
মম হৃদি সর রূহে সতত নিবস।
সুধাময় শ্যামা তনু অজ্ঞান তিমির ভানু॥
সে কেমন সুখি যায় হৃদয়ে প্রকাশ।
ইন্দ্রাদি সম্পদ তারে অতিউপহাস॥

রাগিণী ঝিঁঝিট ঢিমা তেতালা।

শুনি সুমধুর নূপুর ধনী।
হর হৃদি পরে নাচে ত্রিগুণ ধারিণী॥
আসব আনন্দ ভরে নিজ তনু নাগরে।
বিহরে শঙ্কর উরে শঙ্কর মোহিনী॥

যেন সুধা সিন্ধু নীরে নিল কমলিনী।
গগন ছাড়িয়ে বিধু পেয়ে পদম্বুজ মধু নখরূপী
হোয়ে দশ খানি ॥
কমলা কান্তের মন মিছা ভ্রমে ভ্রমো কেন।
দিবা নিসি ভাব সন জলদ বরণী ॥

রাগিণী কানঙ্গড়া তাল একতালা।

রঙ্গিণী রণ মাঝে' বিহরে শ্যামা গো।
রতন নুপুর বাজে সুমধুর হর হৃদি সরজে বিরাজে ॥
...ঐ ধরি ধরি বয়ানেতে পুর, গরাসে দারুণ সমরে,
সঙ্গে সহচরি নাচে দিগাম্বরী, রণ জয়ী মাদল বাজে ॥
নবজল ধর বরণ সুন্দর ধরণী চুম্বে লম্বিত চিকুরে।
কমলাকান্তের, মন মধুকর, মগণ চরণ সরোজে ॥

রাগিণী কানঙ্গড়া তাল জলদ তেতালা।

ঐবামার চিকুর এলোলো। শিব হৃদে নাচিতে
নাচিতে, প্রেমা বেয়ে শ্যামা তনু অবস হইল ॥
...রে অকলঙ্ক বিধুমুখী, সুধাপানে অতি সুখী, নিয়
...জীবন জুড়াল, আসব অলসে মায়ের বসন খসিল।

সুধা সরে সিন্ধু শিব উরে অখণ্ড আনন্দ নীরে,
সুখের তরণী ভাসিল, হেরিয়া নয়ন মন ভুলিয়া রহিল
একি অপরূপ নিরুপমা, নিরঞ্জনী নিরাকারা,
নিজ গুণ প্রকাশ হল, কমলাকান্তের মনস্কামনা পুরিল

—

রাগিণী ললিত তাল তেতালা।

শ্যামা মা নয়নে নিবস আমার গো।
লোকে যানে অঞ্জন রেখা নবঘন বরন তোমার গো
ত্যজগো চঞ্চল বেশ, নিরস নয়ন দেশে,
অঞ্চল হইয়া একবার, কমলাকান্তের আসা,
পুরয় শঙ্করি, তবে যানি মহিমা তোমার গো।

—

রাগিণী ললিত তাল একতালা।

কেনরে আমার শ্যামা মাকে বল কালো।
যদি কাল বটে তবে কেন ভুবন করে আলো॥
মায়োর কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন নীল,
লোহিতরে আমি বুঝিতে নাপারি, জননী
কেমন, ভাবিতে জনম গেল

মায়ের কখন প্রকৃত, কখন পুরুষ কখন শূন্য মহাকাশরে,
ওরে কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়া মহেশ পাগল হল ॥

—

রাগিণী ইমন তাল একতালা।

পাগলির বেশে, মহিষি, সমরে নাচে কে।
নর কর কমরে বিরসনা সমরে অশেীবর বামকরে রে।
ত্রিনিক ত্রিমিকি, ডমরু বাজে, হর হৃদি পরে শ্যামা
বিরাজে, রণ সমাঝে নাকরে লাজে কুল রমণী, পদ
পদ ভাসে, কমল প্রকাশে, কমলের আস পুরে রে ॥

—

রাগিণী ইমন তাল একতালা।

শঙ্কর উরে বিহরে বামা রঙ্গিণী।
কেরে নিল কান্ত মণি নিতান্ত, নিবিড় গুরু নিতম্বিনী ॥
বামা নাবাধেচিকু, নাপারে বাস, ও বিধুবদনে মধুর হাস
কিবা সৌদামিনী সুধাংশু সহিত মিলিত কাদম্বনী ॥
চরণ কারণ কারণ বক্ত্র- যেজন নাবানে সেযন ভ্রান্ত।
নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত কমলাকান্ত বন্দিনী ॥

রাগিণী ইমন তাল একতাল।

কেরে রণ মাঝে, একার বামা রণ সাজে।
আলোলিত কেশী বিরশনা বামা'।
সিব শির মালা গলে অম্বু পমা,
সিব শি করে নাচে সব পরে,
শ্রুতি মুলে সব শিশু দুলিছে॥
রক্ত জবা যিনি শোনিতাক্ত আঁখি,
সুশানিত অশী শোনিতে মাখি, বিদ্যুৎ আকার
শোনিতের ধার, জলদ বরণি সাজে॥

—

রাগিণী পরজ তাল জলদ তেতালা।

হর হৃদি পরে মগনা।
নাচিছে আনন্দ ভরে বাজিছে বাজনা॥
ভুবন আলো নিল চাঁদে. মুক্ত কেশ নাহি বাঁধে
আপনার রঙ্গরসে আপনি মগণা॥
কে কোথা দেখেছ ভাই, নয় রস এক ঠাই'
চঞ্চলা কি ধীরা কিছু বুঝা গেলনা,
কাল কি নির্ম্মল তনু শশি কি উজ্জ্বল ভানু
স্বরূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা

বিধুমুখে মৃদুহাসে সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে নারহে যম জন্মু যাতনা.
ওরূপ নয়নের রাখি,
হৃদয় মাঝারে দেখী, কমলাকান্তের এই মনে বাসনা ॥

—

রাগিণী ললিত বিভাব তাল ঠুংরি।

কাল রূপে রণ ভুমি আল করেছে।
(মোহিনিকে রে,)
সমরে রে কার বালা, নয়ন বিশালা,
বদন করাল, নর শির মালা পরেছে,
শিবা সবে ঘোর রবে ঘন নাচিছে,
তার মাঝে মাঝে অট্য অট্য হাসিছে ॥
চাচর চিকুর জাল এলুযে দিয়েছে,
কমলা কান্তের মন, মগণ-হয়েছে ॥

—

রাগিণী মুলতান তাল আড়া।

বামা কেরে এলো চিকুরে।
. বিহরে আনন্দ ময়ি সব হৃদি পরে ॥

বশন সাহিকো গায় পদ্ম, গন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে টোলে পড়ে আসব ভরে ॥
যেঠেছে রাঙ্গা পায়, হত দিতি সুতচয়,
স্পর্শ মাত্র শিবহয়, সমর মাঝারে,
কমলা কান্তের ভাসি, সর্ব্বনাশি ধরে অশী,
করিলী সর্ব্বকাশী বাশি জনমের তরে ॥

রাগিণী ইমন তাল আড়া।

রে নিরুপমা রূপ অনুপ শ্যামা তনু হেরিং নয়ন
জুড়ায় ॥
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,
তার মাঝে কামিনি, সৌদামিনি খেলায় ॥
অঞ্জন অধর আতসে মুকুতা ফল,
নিল কমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
ক্ষণে ক্ষণে হাসা, কটাক্ষ করে কামিনী,
শিবের মন সহজে ভুলায় ॥
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণ,
রক্ত উৎপল দুটী পদ তল তায়,
কমলা কান্ত অনন্ত নাজানে গুণ,
শ্রীচরণ মানবে কি পায় ॥

অনুরাগ নিবেদন এবং প্রার্থনা আদি নানা বিষয়ক গীত।

রাগিণী জাঙ্গলা তাল একতালা।

তেই কালো রূপ ভাল বাসি।
কালি জগমন্মোহিণী এলো কেশী ॥
মাকে সবাই বলে কালকাল, আমিদেখি অকলঙ্ক শশি
বিষম বিষয়া নলে, দহেতনু দিবা নিসি,
যখন শ্যামারূপ অন্তরে যাগে আনন্দসাগরে ভাসি
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অশী
মায়ের বদন শশি মধুর হাসি সুধা ক্ষরে রাসি ॥
কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভাল বাসি,
শ্যামা মায়ের যুগল পদে গয়া গঙ্গা বারা নসি ॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

কে দিয়াছে তোমার গলে।
তোমার গলে জবা ফুলের মালা ॥
সমর পথে নেচে যেতে রয়ে রয়ে রয়ে দোলে।
রণ তরঙ্গ প্রথম সঙ্গ চিকুর আলুয়ে উলঙ্গ,
কি কারণে লাজ ভঙ্গ শিব তব পদ তলে ॥

অভয় বরদ সব্য হস্ত, বাম করে শিরসি অস্ত্র,
দেখ সুর গণ হয় ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে ॥
ভ্রূকুট গগণে ঘোর নগণা, খল খল হাসি তিমির বরণা।
কমলা কান্ত, মন নিতান্ত, মগণ চরণ কোমলে ॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

শ্যামা চরণ দুটি তোর, তারণ কারণ কলি ঘোর ॥
দশনখ চন্দ্র নিরখি পরম সুখি, নয়ন মানস চকোর,
অশরণ শরণ, ভকত মন রঞ্জন, মদন দহন মন চোর
কমলা কান্ত নিতান্ত তামস হৃদি,
কমল নির্ম্মল কর মোর ॥

রাগিণী বেহাগ তাল আড়া।

সদানন্দ ময়ী কালি, মহাকালের মোন মোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপণি দেওমা কর-
তালি, আদিভুতা সনাতনি, শুন্য রূপা শশি ভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড নাছিল গোমা মুণ্ড মালা কোথায় পালি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রা আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলও তেমি বলি ॥

অসাধু কমলাকান্ত দিয়া বলে গালাগালি।
এবার সর্ব্বনাসী ধরে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটাই খালী ॥

রাগিণী ভৈরবী তাল একতালা।

আর কিছুনাই শ্যামা মাতোর কেবল দুটিচরণ রাঙ্গা
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী, দেখে হলাম
সাহস ভাঙ্গা ॥
জ্ঞাতী বন্ধু সুত দ্বারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘর বাড়ি ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা * ॥
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
দেখ নইলে যপ করে যে তোমায়,
পাওয়া সেসব কথাভুতের সঙ্গা ॥
কমলা কান্তের কথা মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার যপেরমালা ঝুলি কাঁথা, যপেরঘরো রইল টঙ্গ

---

* ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা নামক একটা বৃহৎ গোস্তব শ্মশান ভূমি বৰ্দ্ধমান জেলার অধিন আছে তাহাতে লোকজন কি জন আদি নাই দস্য লোকের দস্যুতা করায় একটি রঙ্গ ভূমি বটে তথাতে অনেক লোক দস্যহস্তে নিহত ও ধন সম্পত্তী অপহৃত হয়। ? কমলা কান্তের কোটাল হাটের ভদ্রাসন বাটীতে তাহার একটী যপের ঘর তাঁহাতে তাহার প্রতিষ্ঠিত আদ্যা মূক্তি ও ত্রিমুণ্ড আসন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সে জিবন নিতায় দৃষ্টব্য।

রাগিণী মুরতান তাল আড়া।

আমর অসময় কে আছে করুণাময়ী ওপদে বিপদ নাশে, নিতান্ত ভরসা ঐ ॥
কখন কখন মনে করি ধন পরিজন, কোথা রবে কোথা রব সেভাব থাক যেকৈ মজিয়া বিষগ বিশে দিন গেল রিপু বশে আপনার কর্ম্ম দোষে, অশেষ যন্ত্রনা সই ॥
সুক্রিতি যেজন, সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ অক্রিতি অধম প্রতি কি গতি তারিণী ইহ কমলান্তের আস হতে চায়মা তব দাস, কেন পুরিবে মন আশ আমিযে তাদৃশ নই ॥

—

রাগিণী খায়াজ তাল একতালা।

ওমা কালি তোমার ইচ্ছা নয় যে ভবে এদিন মুক্ত হয়। নতুবা আমারে কেন এতেক যন্ত্রনা হয় ॥
সরির যতন মিথ্যা যতন হয় পুরাতন আবার নূতন একবার হোচ্চে যাচ্চে আবার আসিছে ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয়। কমলা কান্তের ঠাঁই আর কিছু কামনা নাই, অকলঙ্ক তারানামে সে সেথা কলঙ্ক রয় ॥

রাগিণী বারোয়া তাল ঠুঙ্গরি।

মন তোর ভাবের ব লাই জাই। ভ‍াল ভব ভেবেছ মন তোর ভাবের বালাই জাব। তোর ভ‍াবে তব ভবিনি ভবনে বসে পাই॥
ঐ ভাবে ভুলে থাকো, ভাবান্তর হয়ো নাকো, ভাবি লেরে ভবোর ভাবনা কিছু নাই॥
কমলা কান্তের মন, তুমিযদি এত জান তবে কেন আমারে বঞ্চনা কর ভাই॥

রাগিণী বাগেশ্বরি তাল মধ্যমান।

মুক্ত প্রদা মুক্ত কেশী করাল বদনী, শব শিবে হয়ে ভবে ভব নিস্তারিনী। কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি তারা ধর্ম্মা ধর্ম্ম ইচ্ছা সুখেকর কর্ম্ম ইচ্ছা স্বরূপিনী
কমলা কান্তের এই শুন ওগো ব্রহ্ম ময়ী অন্তে যেন পাই তব চরণ ভবানী॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল খাম্বাজ
ঢিমা একতালা॥

সে কেমন কে জানে তারে, যেমন তারা তেমনি

ভালো। মায়ের অভয় চরণ ভাবপরেমন, অনুমানে(১) তাঁর কি কাজ বলো ॥
নীল পীত সিত অসিতে বর্ণ কিরূপ কিগুণ কে জানে অন্য, ধন্য ধন্য রূপ লাবন্য ভব ভেবে যারে পাগল হৈলো ॥
পুরুষ প্রকৃতি অথবা শু য সেই যে সকলে সকলি ভিন্ন সহজে প্রবিনা অতি সুনবিনা সভাবে নিস্মল সে কথায় কালো ॥
কমলা কান্ত কি ভাবনা আর পেয়েচো যেখন হলে হবে পার, ওখন বঞ্চিত যে জন তার একুল ও কুল দুকুল গেলো ॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

ভ্রমে ভুলেছ কেনে। তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে, শ্রীনাথদত্ত প্রধান তত্ত্ব দৃঢ়া কর সেই চরণে। যখন বারে ব্রহ্মবল সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে, তোমার দৈত্য ভাবে দিবস গেল চিদানন্দ বয় কেমনে ॥

---

[১] তর্কসাস্ত্রের অনুমান খণ্ডে যেরূপ নানা তর্ক ও অনুমান দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করে দৃঢ় ভক্তি থাকিলে সেরূপ অনুমান দ্বারা জগদম্বাকে নির্ণয় করার অপ্রযোজন ॥ অর্থাৎ ভক্তি পথে তর্ক লাগে না ॥

তন্ন তন্ন করি মনে কিপেলে ছয় দরশনে তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জানো মহা বিদ্যার আরাধনে।
কমলা কান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কেবা জানে তার আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥

—

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি। কত ভ্রমিয়া দেশ ক-রেছ শেষ মাকরেন দক্ষিণা কালী।
যত ইতি নাম আদি শিবরাম সকলের কর্ত্তা, মুণ্ড-মালী মায়ের চরণ কমল অতি নিরমল মন গিয়ে তায় হওনা অলি॥
কালী নাম সুধাপান কররে মন নাচো গাও দিয়ে কর তালি নীল শশধর করেছে। আলো মহা নিশি প্রায় হয়ে কলী॥
ত্যজিয়া বসন বিভুতি ভুষণ মাথায় লও কালী না নামের ডালি কমল বলে দেখ দেখি মন কত সুখে সুখী হলি॥

সিন্ধু তেতালা।

মন ভেবেছ কপট ভক্তি করি শ্যামা মাকে পাবে
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে ভোগা দিয়া কেড়ে
খাবে।
সাতগেয়ে আর মামুদো বাজি কেরা কাবা ফাঁকি
দেবে সে কাড়ার কড়া তস্য কড়া আপন গণ্ডা
বুঝে লবে॥
আইন শুরত্ত গঙ্গাজলী হয়েছ সাবধান হবে তুমি
মধ্যে২ মুখমুছে খাও একথা কি জানিতে রবে॥
কমলা কান্তের মন এখন কি উপায় করিবে কালি
নাম লও মত্তুর হও নামের গুণে তরে যাবে॥

রাগিণী পরজ ঢিমে তেতালা।

আরে কিছু শেষের সম্বল কর ভাই অহিকের যত
সুখ হল২ নাই নাই।
ক্রোশেক দুই ক্রোশ ছেড়ে গেঠে বেঁধে লও খেতে
সে বড় দুর্গমপথ মাথা কুট্‌লে পেতে নাই॥
বানিজ্য ব্যবসায় এসে মুলে টানটানি শেষে ধনএ
উপায় কালী কল্পতরু মুলে যাই কমলা কান্তের

মন তথা আছে মহাধন সকল আমায় দিয়ে ছাই
দড় করে ধরতাই ॥

রাগিণী ঝিঝিট তাল একতালা।

নয়ন কিদেখরে বাহিরে তুমি আগে দেখ আপনারে
এখনই জুড়াবে তনু প্রবেশ অন্তরে।
তড়িত জড়িত ঘণ বরিষে আনন্দ ধন সতত নে...
ড়শি শশি অমিয়া বিতরে সে রসে বিরস কেনে
কররে আমারে ॥
রবি শশি একঠাই দিবস রজনী ... বিনাশে নিবিড়
তম নিবিড় তিমিরে কমলা কান্তের আঁখি এমন
দেখেছ কোথায় রে

রাগিণী পরজ একতালা।

শ্যামাধন কি সবাই পায়। মন বুঝে নাই কি দায়
যোগিন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণ কমলা কান্ত কেনেরে সে চরণ চায় ॥

কালেঙ্গড়া তাল ঠংরি।

আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে
তুমি দেখ আর আর আমি দেখি আর যেন মন কেউনা
দেখে ॥
কামাদির দিয়ে ফাঁকি তোমায় আমায় জুড়াই
আঁখির রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে
ডাকে ॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রি দেখ নিকট হতে দিও না কো
জ্ঞানের প্রহরি রাখ সে যেন সাবধান থাকে।
কমলা কান্তের মন ভাই আমার এ নিবেদন দরিদ্র
পাইলে ধন সে কি যনের স্থানে রাখে ॥

রাগিণী সুরুট মল্লার তাল একতালা ॥

সুখের বাসনা কর আর কদিন, ত্যজি অন্য যোগ
কালী কালী বল মানব জীবন যদিন।
পাবে ব্রহ্মপদ অক্ষয় সম্পদ স্মরণ করিবে যে দিন,
সৃষ্টি স্থিতি লয় যা হইতে হয় সে হবে তোমায়
অধিন ॥
যেদিন যেমন বিধির লিখন সেই রূপে যাবে সেদিন

ভাবিলে বিষাদ ঘটিবেপ্রমাদ কালী না বলিবে যেদিন। কমলা কান্ত হইয়া ভ্রান্ত ভুলেছ নমাস ন দিন বারে বারে আসি দুখরাশি রাশি যাতনা সবে কত দিন। (১)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ তাল ঢিমা একতালা।

কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা মায়রে।
মন কালী ধন কালী প্রাণ কালী আমাকে॥
আসিয়া ভুবন এতনু ধারণে যাতনা না হয় কাররে
একবার হেরিলে ওকায়সব দুঃখ যায় এই গুণশ্যামা মায়রে॥
কেহ আসিয়া সংসারে নানা সুখ করে পাইয়া রাজ্য ভাররে আমার দরিদ্রের ধন ও রাঙ্গা চরণ গলায় পরেছি হাররে।

রাগিণী বাগেশ্বরি তাল আড়া।

কেহ কি আপনার আছে শ্যামধন মিলায়ে দেয় আমারে। ত্যজিয়ে তনুর আশা প্রাণ দিয়ে তুষিব তারে॥

[১ ন মাস ন দিন গর্ভাবস্থার যন্ত্রণার কাল]

আমিত ইন্দ্রিয় বসে ভুলে আছি মায়া পাসে
এমন সুহৃদ কেবা মন দুখ কব তার কাছে রে ॥
মনরে ইন্দ্রিয় রাজ এ বহে অন্যের কাজ কমলা
কান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে ॥

—

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

কালী কালী বলে ডাক, মন আর ভার তোমায়
দিবনা, তুমি এই কর মন কথা রাখ ঘরের বাহির
হয় না কো।
ঘরে আছে ছজন কুজন, তার সঙ্গি হয় না কো,
কেবল রসনা সঙ্গীয় বটে, যত্নে তায় সবশে
রাখে ॥
ভবের যাতনা যত তনু আছে তায় অনুগত দুখ
জানে এ দেহ জানে তুমিত আনন্দে থাক ॥
কমলা কান্তের হৃদি কমলে অমূল্য নিধি আমি
আপন বলি তো'র জ্ঞান চক্ষু খুলি দেখ ॥

—

রাগিণী বিভাস তাল ঠুঙ্গরি।

কেমন বেশ ধরেছ ওগো মা। হর উরূপরে উলঙ্গ
সঙ্গিনী ॥

আসব আনন্দ হ্রদে মগ্নহয়েছ, চামরি গঞ্জিত কেশ আলুয়ে দিয়েছ। নব জল ধর কায়রুধিরে ঢেকেছ ভূত প্রেত আদি কত সঙ্গেত লয়েছ। তবেকেন কমলা কান্তে ভুলিয়া রয়েছ ॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা, রাখবি সেটা ॥
তোমার যারে কৃপাহয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপি যোড়েনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছবাসে মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা ॥
দুখে রাখ আর সুখে রাখ, করিব কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়া পরেছি আর কি পুছতে পারি, সাধের ফোটা ॥

জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলা কালির বেটা
এখন ম্যায়ে পোয়ে যেমন ব্যবহার ইহার মর্ম্ম,
বুঝিবেকেটা।॥

রাগিণী জঙ্গলা তাল এক তালা।

মা যদি কেশ ধরে তোল।
(তবে বাচি এসঙ্কটে) আমার একুল ওকুল দুকুল
পাথর মধ্যে সাতার বিষম হল ।।
সঙ্গি গুলা হল ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই,
ধরিতে গেলে আমায় ধরে ডুবে ডুবায় প্রাণটা,
গেল ॥
ধরে ছিলাম যে ভরসা, না পুরিল সে সব আসা,
ভুলালে তখন, ডুবিল এখন, আর কখন কি করিবে
বল ।।
কমলা কান্তের ভার, সারিলেকে বলে আর, ওমা
চরণ তরি শরণ দিয়ে সঙ্গেলয়ে দেশ চল ॥

রাগিণী পরজ তাল জলদ তেতালা।

শ্যাম অজুধির। কলেবরনৃত্যই মম হৃদয়ে মাগো॥
নুতন জল ধর, রূপ মনোহর, দোলিতন্দ

সমীর। বিগলিত কুণ্ডল জ্বালে ভানু বিধু ভুষণ নয় কর শির ॥
ত্রিপুরারি তনু অরণী, অবলম্বনে সুধা ময়, সাগর গম্ভির। তরুণ বয়সি তরুণশিব সঙ্গে পুলকিত শ্যামা সুধির ॥
কমলাকান্ত মন হর রূপ হেরি। বরিসয়ে আনন্দ নির ॥

রাগিণী ললিত তাল তেতালা।

শ্যামা মা নয়নেনিবস আমার গো, লোকে মানে অঞ্জন রেখা নব ঘন ওরূপ তোমার গো।
ত্যজগো চঞ্চল বেশ, নিবস নয়ন দেশ অচঞ্চল হয়ে এক বার। কমলা কান্তের আসা পুরায় শঙ্করি তবে মানি মহিমা অপার ॥

রাগিণী গৌরী গান্ধার তাল জলদআড়া।

আমার নয়ন ভুলেছে। নিবিড় ঘন কালো রূপে।
যার যে মরম দুখ সেই সে জানে না বুঝিয়ে, লোক চরচেঃ ॥

রাগিণী ইমন—তাল আড়া।

কি করিলাম ভবে আমি,
এ সকল মানব দেহ বিফলে কাটালাম।
লাভ মাত্র এই হইল,　　বিফলে জনম গেল,
আপনি পাইলাম দুঃখ,　আর জননীরে দিলাম॥
শ্রীনাথ নিকটে নিধি,　　যদি মিলাইল বিধি,
পাইয়ে পরম নিধি,　　হেলায় হারালেম।
এই কর কথা রাখ,　　কমলাকান্তেরে দেখ,
শেষে মা নিকটে থেকো,　এই নিবেদিলাম॥

রাগিণী পিলু—তাল একতালা।

তাপিত প্রাণ, শ্যামা বিনে আর জুড়াইব কিসে।
কলুষ ভুজঙ্গ, গ্রাসিল অঙ্গ,　জারিল দারুণ বিষে॥
এ দেহ আপনার নয়,　　কখন বা কি হয়,
লয় আঁখির নিমিষে।
কমলাকান্তের মন,　　এত উনমত্ত কেন,
ধূর্চল নানব দিসে॥

আগমনী গীত—কমলাকান্ত।

রাগিণী জঙ্গলা ঝিঝীট—তাল জলদ্‌তেতালা।

কাল স্বপনে শঙ্করী, মুখ হেরি, কি আনন্দ আমার
(হিম গিরি হে) জিনি অকলঙ্ক বিধুবদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দর্শনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে, বচন সুধাধার।
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার,
গিরিরাজ—
ভিখারি সে শূলপানি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল তোমার,
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
বিলম্ব না কর আর হে, গৌরী আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ, মনের আঁধার॥ গিরিরাজ—

রাগিণী টোরী—তাল জলদ্‌তেতালা।

যাও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনি ভনে আমার
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার, হে,—

জান ত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর, শীরে জটাভার ॥
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লয়ে যায় তারে,
কত আছে কপালে উমার।
শুনেছি নারদের ঠাই, গায়ে মাখে চিতা ছাই,
ভূষণ ভীষণ আর গলে ফণীহার ॥
এ কথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন বিচার ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈলশীর মনি,
শিবের যেমন রীত, বুঝিতে আপার।
বচনে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এলে উমা, না পাঠান আর ॥

রাগিণী সুরট সিন্ধু—তাল ঢিমা তেতালা।

ওহে গিরিরাজ গৌরী অভিমান করেছে।
মনোদুঃখে নারদে কত না কয়েছে ॥
দেব দিগম্বরে, সপিয়ে আমারে,
মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে ॥
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল,
জটায় কালফণী ঝুলিছে।

শিবের সম্বল, ধুতুরারি ফল,
কেবল তোমারি মন ভুলেছে ॥—
একে সতিনের জ্বালা, না সহে অবলা,
যাতনা প্রাণে কত সয়েছে ॥
তাহে সুরধনী, স্বামিসোহাগিণী,
সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।—
কমলাকান্তের, নিবেদন ধর,
এ কথা মোর মনে লয়েছে।
তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী,
ভিখারি ভিখারিণী হয়েছে ॥—

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে, (গিরিরাজ)
অচেতন কত না ঘুমাও। (হে)
এই, এখনি শিওরে ছিল,
গৌরী আমার কোথায় গেল, (হে)
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে।
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃত রাশি, সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি চেতনে হারালেম গিরি হে
ধৈরজ না ধরে মম জীবনে॥

আর শুন অসম্ভব, চারিকে শিবা রব, (হে)
তার মাঝে আমার উমা, একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার, (হে)
না জানি মোর গৌরী, আছে কেমনে॥
কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরীরাণী, (গো)
যেরূপ হেরিলে তুমি, অনায়াসে শয়নে।
ওপদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হয়েছে যোগী (গো)
হর হৃদি মাঝে রাখে অতি যতনে॥

রাগিণী কেদার। তাল একতালা।

গিরি, প্রাণ গৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক
এ ঘর লাগে আঁধার॥
আজি কালি বলি, দিবস যাবে,
প্রাণের উমারে, আনিবে কবে,
প্রতিদিন কি হে, আমারে ভুলাবে,
একি তব অবিচার।
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে,
সে শোকে রয়েছি পরাণে ধরে,
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে,
জীবনে কি সাধ আর॥

কমলাকান্ত, কহে নিতান্ত,
কেঁদোনা গো রাণি হও গো শান্ত,
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত,
তুমি কি ভাব অসার ॥

রাগিণী বাগশ্রী—তাল জলদ্ তেতালা ।

বল আমি কি করিব, কামিনী করিল নিদারুণ
বিধি, পরবশ পরের অধিনী।
আমার মনোযাতনা, কি জানিবে অন্যে,
আপনার মনোদুঃখ, আপনি সে জানি ॥
দিবা নিশি বারে বার, কত না সাধিব আর,
শুনিয়া শুনে না, গিরি শিখরমনি।
উমার লাগিয়ে আমার প্রাণ যেমন করে,
কারে কব কেবা আছে দুঃখের দুঃখিনী ॥
সুখে থাকুন গিরিরাজ, তাহারে নাহিক কাজ,
আমিও ত্যজিব লাজ শুন সজনি।
কমলাকান্তেরে লয়ে, চলগো কৈলাসে যেয়ে,
আপনি আনিব আমি, আপন নন্দিনী।

রাগিণী ললিত—তাল জলদতেতালা।

তারে কেমনে পাসরে রয়েছ, (গো গিরিরাণি,)
সে তো সামান্য মেয়ে নয়, কণক প্রতীমা।
আমরা পরের নারী, তারে না দেখিলে মরি,
তুমি তার জননী, তায় উদরে ধরেছ॥
দেখেছি দিয়েছি যারে জটিল দিগাম্বরে,
তার, কি ধন দেখিয়ে (১) ঘরে, মেয়ে সোঁপেছ।
পাষাণ শিখররাজ, তিলে না বাসয়ে লাজ,
তুমি সেই পাষাণ দিয়ে, হিয়ে বেধেছ।
জনমে জনমে কত, করেছ কঠিন ব্রত,
অনেক যতনে, গৌরী ধন পেয়েছ।
কমলাকান্তের বাণী, জান না শিখররাণি,
ত্রিলোক জননী, তার জননী হয়েছ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জলদ তেতালা।

কবে যাবে, গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে,
ব্যাকুল হইছে প্রাণ, উমারে দেখিতে॥
গৌরী দিয়ে দিগাম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে। (২)

---

২ "হরে" ইতি দ্বিপাঠ।

কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সাধি,
নারির জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।।
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ তাহে, না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর মণি,
কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে।।

রাগিণী যোগিয়া—তাল জলদ তেতালা।

বারে বারে কহ রাণী, গৌরী আনিবারে।
জান ত জামাতার রীত, অশেষ প্রকারে।।
বরঞ্চ ত্যজিয়া মণি, ক্ষনেক বাচিয়ে ফণি,
ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপরে,
সে কেন পাঠাবে তারে, সরল অন্তরে।।
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা; না সহে শরীরে।
উমার শরীরে ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া,
সে অবধি শিব যায়া, বিচ্ছেদে না করে।।
অবলা অলপমতি, না জানে কার্য্যের গতি,
যাব কিছু না কহিব, দেব দিগম্বরে।

এই গীত পরজ কালেংড়াতে চলিল।

কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ,
তার, মা বটে জানায়ে যদি, আনিবারে পারে।।

রাগিনী বিভাস তাল ঢিমা তেতালা।

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে,
ক্ষণে দ্রুত, ক্ষণে চলে ধীরে।।
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব, আনন্দ সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি, কি কব রাণীরে॥
দূরে থাকি শৈলরাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেমনীরে।
মনে মনে এই ভয়, সুধু দরশন নয়,
উমারে আনিতে হবে ঘরে।
প্রবেশে কৈলাসপুরী; না ভেটিয়া ত্রিপুরারী,
গমন করিল গিরি, শয়ন মন্দিরে।
হেরিয়ে তনয়া মুখ, বাড়িল পরম সুখ,
মনের তিমির গেল দূরে।
জগত্জননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করিল গিরি, ধরি দুটী করে।

কমলাকান্ত সেবিত, তব শ্রীচরণ,
মা, আমি কত পুণ্যে, পেয়েছি তোমারে।

রাগিণী যোগিয়া। তাল জলদতেতালা।

গঙ্গাধর, হে শিব শঙ্কর,
কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে॥
সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে,
কত না দেখেছি স্বপনে। যোগনিদ্রা ঘোরে।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিওরে বসি,
মা দুর্গা বলে ডাকে সঘনে।
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি,
আমারে কোলেতে রাখি, কত চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়া না দেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি গো কেমনে॥
হোক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান।
নিবেদন করি চরণে। ১

---

১ ‘ যদি অনুমতি কর , ইতি দ্বি পাঠ।

কমলাকান্তে, দেহ নাথ অনুচর।
বলে যাই আসিব ত্রিদিনে ॥

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার,
যাই আমি জনক ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ লিখনে,
হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥
জনক আমার গিরিবর, আসি উপনীত,
আমারে লইতে আর, তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনক ঘর,
জননী দেখিব নয়নে।
দিবানিশি অবিরত, কাঁদিছে জননী কত, হে
তৃষিত চাতকী মত, রাণী চেয়ে পথপানে।
না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুঃখ,
না কহিলে যাইব কেমনে।
নাথ, পুর মনোআশ, না করহ উপহাস,
বিদায় কর হর, সরল বচনে। হে
কমলাকান্তের, হেন নাথ অনুচর,
বলে যাই আসিব তিন দিনে হে

রাগিণী মালশ্রী। তাল আড়া চৌতালা।

গিরিরাণী যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে,
নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার।
বলে আজ আসিবে, আমার গৌরী, গজানন,
কি শুভদিন গো আমার॥
কনক নির্ম্মিত দিছে তাহে কুসুম চন্দন,
সার গো রাণী।
আমন্ত্রী সুরগুরু, পূজয়ে নবতরু,
যেমন আছে কুলাচার॥
মৃদঙ্গ মহিনী, দুন্দুভী রূপিণী,
বাজিছে বিবিধ প্রকার। গো গিরিপুরে।
নগর রমনী, উলু উলু ধ্বনী,
আনন্দে দিছে বারেবার॥
বিজয়া হেনকালে, আসি রাণীরে বলে,
বিলম্ব কেন কর, গো গিরিরাণী।
কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো,
প্রাণের গৌরী তোমার॥

রাগিণী ছায়ানট। তাল তিওট।

ওগো হিম শৈল গেহিনী, গো রাণী,
শুন মঙ্গল বচন, এলো গিরি লয়ে প্রাণ উমারে
কি কর কি কর রাণী, শুন গো জয় জয়ধ্বনী,
আজি কি আনন্দ গিরিপুরে। ১। অন্তরা।
দেখে এলেম রাজপথে, তোমার তনয়া
দাঁড়িয়ে রথে, গো,
শ্রমবিন্দু শোভে মুখবরে ॥
বারেক সে মুখ চেয়ে, অমনি আইলাম ধেয়ে,
পুণ্যবতী লইতে তোমারে। ১। অভোগ।
জয়া কি বলিলে আর বার বল,
আমার গৌরী কি ভবনে এলো গো,
মরেছিলাম না দেখিয়ে তাঁরে।
কহিতেহ রাণী, ধেয়ে এলো যেন পাগলিনী,
কেশ পাশ বাস না সম্বরে গো,। ২। অভোগ।
দেখিয়ে সে চাঁদমুখ, রাণী, পাশরিল সব দুঃখ,
গো, কোলে নিল ধরে দুটি করে।
কমলাকান্তের বাণী, বিলম্ব না কর রাণী,
বরণ করিয়ে লহ ঘরে ॥ ৩॥ অভোগ।

রাগিণী পরজ কালেঙ্গড়া।—
তাল কাওয়ালি।
এখনি আসিবে গো, গিরিরাজ,
আনন্দে অভয়া লয়ে।
আজি যুড়াইব আঁখি, চল সখী দেখি গিয়ে।
আস্তাই।
মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি,
মনের তিমির নাসি, মঙ্গল গিয়েছে কয়ে।
তোমারা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেও,
বরণ করিবে রাণী, লয়ে গো আপনার মেয়ে।
অভোগ।
হেনকালে শৈল রাণী, এলো যেন পাগলিনী,
মুখে নাহি সরে বাণী, রৈল ও চাঁদমুখ চেয়ে,।
কমলাকান্তের ভাষা, পুরিল মনের আশা,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি,বিধি দিল মিলাইয়ে॥
অভোগ।
রাগিণী সিন্ধুড়া। তাল জলদতেতালা।
জয় জয় মঙ্গল বাজন, বাজে ঘনে ঘন। ওগো
রাণী, ঐ এলো গিরিরাণী গো। গৌরীরে লয়ে।
আস্তাই।
কি কর শিখর রমণী গৃহ অন্তরে, মা তনয়া
দেখ না আসি। ১ অন্তরা।

শুনিয়া জয়ার বাণী, অমনি ধাইল রাণী,
পুলকে পুরিত হইয়ে।
ক্ষণে অচেতনা, ক্ষণে স্থকিত নয়না, রাণী,
ক্ষণে ডাকে উমা বলিয়ে। ১। অভোগ।
বাহির প্রাঙ্গণে আসি, দূরে গেল দুঃখরাশি,
উমা শশিমুখ হেরিয়ে।
ত্রিগুণ জননী, অনায়াসে গিরি গৃহিণী,
কোলে নিল করে ধরিয়ে। ২ অভোগ।
সারি সারি নারী ধায়, সবে সুমঙ্গল গায়,
কোলাহল রব করিয়ে,
কমলাকান্ত হেরী শ্রীমুখমণ্ডল,
নাচে করতালি দিয়ে। ৩ অভোগ।

রাগিণী পরজ কালংড়া। তাল জলদতেতালা।

এলো গিরিরাজ রাণী, উমারে লয়ে গো।
কি কর কি কর গৃহে, দেখনা আসিয়ে গো।
লম্বোদর কোলে করি, আগে২ ধায় গিরি,
ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে। তার পাছে উমা ধায়,
তোমার মুখ চেয়ে গো। ১ অভোগ।
সখির বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী,

শশিরে মোশী নিরখিয়ে। যেমতি ধাইল রাণী,
উন্মত্তা হইয়ে গো। ২ অভোগ।
আঙ্গিনার বাহিরে আসি, হেরি গৌরী মুখশশি,
কোলে নিল বরণ করিয়ে। পুলকে কমলাকান্ত
গিরিপুরে আনন্দ দেখিয়ে। ৩ অভোগ।

রাগিণী বিভাষ যোগিয়া।—
তাল জলদতেতালা।

এলো গিরিনন্দিনী, লয়ে সুমঙ্গলধ্বনী,
ঐ শুন গো রাণী। আস্থাই।
চল বরণ করিয়ে, উমা আনি ধেয়ে,
কি কর পাষাণ রমণী গো। অন্তরা।
অমনি উঠিয়ে, পুলকিত হইয়ে,
ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খশিল কুণ্ডল,
অঞ্চল লয়ে ধরণী। অভোগ।
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিরে গৌরয়ে, দ্রুত
কোলে নিল রাণী। অমিয়া বরষি, উমা মুখশশী,
চুম্বয়ে যেন চকোরিণী। ২অভোগ।
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী, ভবনে

লইল ভবানী। কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর, হেরি বিধু ও মুখখানি।৩। অভোগ ॥

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

আমার উমা এলো বলে, রাণী এলোকেশে ধায়। যত নগর নাগরী, সারি সারি, দৌড়ি, গৌরী পানে চায়। আস্থাই।

কার পূর্ণ কলসী কক্ষে, কার শিশুবালক বক্ষে, কার আধ শিরসী বেণী, কার আধ অলকা শ্রেণী, বলে চল চল, অচল তনয়া, হেরি উমা দৌড়ি আয়। ১। অন্তরা।

আসি নগর প্রান্ত ভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে, কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর বারি, তখন গৌরী কোলে করি। গিরিনারী, প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়। ২। অন্তরা।

কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিন্নরীগণ সাজে, কেহ নাচে কত রঙ্গে। গিরিপুর সহচরী সঙ্গে, আছু কমলাকান্ত, গো হেরি নিতান্ত, মগ্ন দুটী রাঙ্গাপায়। ৩। অন্তরা।

রাগিণী পরজ কালেঙ্গড়া—তাল ঢিমা তেতালা।

‘গিরিরাণী, এই ন্যাও তোমার উমারে,
ধর ধর হরের জীবন ধন। আস্তাই।
কত না মিনতি করি, তুষিয়া ত্রিশূলধারী,
প্রাণ উমা আনিলাম নিজ পুরে। ‘গিরিরাণী,১ অ
দেখ মনে রেখ ভয়, সামান্যা তনয়া নয়,
যাঁরে সেবে বিষ্ণু হরে।
ও রাঙ্গাচরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্য্যটি,
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ না করে। অভোগ
তোমার উমার মায়া, নিগুণে স্বগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীব নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি,
কৃপাকরি পতিতে উদ্ধারে।২। অভোগ।
অসংখ্য তপের ফলে, কপটতা মায়াছলে,
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমায় গো, মেনকা রাণী,
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য, গিরিরাণী,
তব পুণ্য কে কহিতে পারে। ৩। অভোগ।

রাগিণী বিভাষ—তাল জলদ্‌তেতালা।

আলো আমার প্রাণের অধিক গো,
উমা মুখ হেরিয়ে নয়ন যুড়ালো গো। আস্থাই
আজি মোর শুভ দিন, হেরি ও বিধুবদন,
মা, মনের তিমির দূরে গেল গো,। অন্তরা।
সবে কয় মা গিরিপুরে, হর কি মশানে ফিরে,
মা, শুনে বড় দুঃখ উপজিল গো।
ভাল হলো এলে তুমি, আর না পাঠাবো আমি
বুঝি বিধি প্রপঞ্চ হইল গো। ১। অভোগ।
আপনার অঞ্চলে রাণী, মুছায়ে চাঁদমুখ খানি,
প্রাণ উমা কোলেতে লইল গো,।
হেরিয়ে ও চাঁদমুখ, পাসরিল সব দুঃখ,
রাণি, সুখের সাগর উথলিল গো, ।২। অভোগ
চারি দিকে পুরনারী, মাঝে রাণী কোলে গৌরী,
ভবজায়া ভবনে লইল।
কমলাকান্তের বাণী, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি,
গিরিপুরে আনন্দ হইল গো,।৪। অভোগ।

রাগিণী মালশ্রী—তাল তিওট।

এলো গৌরী ভবনে আমার। তুমি ভুলে ছিলে
বুঝি মা বলে এত দিনে। চিরদিনে। মায়ের
পরাণ কান্দে রাত্র দিন, শয়নে স্বপনে হেরি গো,
ও মুখ তোমার।
কত কল্পনা ক'রয়ে কাননে, আমি পেয়েছি যতনে,
চন্দন ফুলে, নব বিল্লদলে, পূজেছিলাম গঙ্গাধরে,
গো হইয়ে নিরাহার। ১। অন্তরা।
গিরিপুর রমণী চারি পাশে, কত কহিছে হাস্য
পরিহাসে, তরুমূলে ঘরস্বামী দিগম্বর তা নহিলে
আর কত দিন হইত তোমার। ২। অন্তরা।
তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণী, শুন কমলাকান্তের বাণী,
জগত জননী তোমার নন্দিনী, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন
গো, চরণ যাহার। ৩। অন্তরা।

রাগিণী খটযোগিয়া—তাল জলদ্‌তেতালা।

শরত কমল মুখে আধ আধ বাণী।
মায়ের কোলেতে বসি, মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি,
ভবের ভবন সুখ তনয়ে ভবানী।

কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর,
মা, জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি তাঁর, কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন দিবা রজনী।
শুনেছ সতিনী ভয়, সে সকল কিছু নয় মা
তোমার অধিক ভাল বাসে ভবধনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,
কাহার এমন আছে সুখের সতিনী।
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরি রাজরাণী,
কৈলাস ভূধর ধরাধর চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভব গৃহে ভূধর রমণী।

রাগিণী সিন্ধু মুলতান—তাল জলদতেতালা।
শুনেছি মা মহিমা তোমার, ওগো প্রাণ গৌরী।
তুমি ত্রিভুবন জননী।
মোর মনে ভ্রান্তি অভয়া নিজ নন্দিনী,
মা কি জানি কুল কামিনী॥
পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্ব, তুমি রজ তম সত্ত্ব,
মাগো, তুমি গুণময়ী গুণ রূপিণী।
নির্গুণ নিরূপ নিরঞ্জন বিভু তারে মা তব গুণে
সগুণ মণি।১।

অবিদ্যায় অপরাপরা, বিদ্যা তুমি পরাৎপরা,
মাগো তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বকারিণী।
যে জনা যে রূপে ভজে, মা তার হৃদাম্বুজে,
সেই রূপ গতি দায়িনী। ২।
অসম্ভব তপের ফলে, তোমাধন পেয়েছি কোলে,
মাগো, তুমি দয়াময়ী দুঃখ হারিণী।
মলাকান্তের গতি হেমা ভবনাম ভব জলধি
তরণী।

রাগিণী খট যোগিয়া—তাল জলদতেতালা।

রাণী বলে জটিল শঙ্কর, কেমন আছে গো হর,
চন্দ্র শেখর শূলপাণি গো। অন্তরা।
যে অবধি নয়নে, হেরিলাম ত্রিলোচনে,
আমি তোমার অধিক তারে জানি গো। আস্তাই
তার পরিধান বাঘছাল, অভরণ হাড়মাল,
মুকুট ভূষণ শিশু ফণী।
জিনি রজতাচল, অতিশয় নির্ম্মল,
ভস্ম ভূষিত তনুখানি।

আমার শপথ তোরে, সরূপে কহ না মোরে,
প্রবল সতিনী সুরধনি।
শ্যামার সোহাগে ভাসে, সে তোরে কেমন বাসে
তাই ভাবি দিবস রজনী গো।
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণী,
আশুতোষ দেব চূড়ামণি
না জানে আপন পর, যে আসে আজাবি ঘর,
সুখে আছে তোমার নন্দিনী গো।

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদতেতালা।

আজ মন্দিরে ওমা শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকতবৃন্দ জবা সুচন্দন দিয়ে॥
আনন্দিত নরনারী, সবে পুলকিত হয়ে।
গমন ভকতগণ সবে ডাকে মা বলিয়ে।
সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লাষিত হইয়ে।
দিবা নিশি নাই জ্ঞান তব মুখ নিরখিয়ে॥
মহাপাপী দুরাচারী নিস্তারিল নাম লয়ে।
পতিত কমলাকান্ত রহিল শ্রীচরণ চেয়ে॥

রাগিণী পরজ কালেংড়া—তাল জলদ তেতালা।

ওরে নবমী নিশি না হও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ শতের মান॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত,
আপনি হইয়ে হত বধরে পরের প্রাণ।
প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলী হইয়ে তোমার চরণে করিব দান।
মোর হইতে শুভদয়, নাশো দিনমনী ভয়,
যেন না সহিতে হয় শিবের চরণ বান॥
হেরিয়ে তনয়া মুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ,
আজি কেমন সুখ হইতেছে স্বপন জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণী,
লুকায়ে রাখনা মারে হৃদমাঝে দিয়ে স্থান॥

রাগিণী খট—তাল জলদতেতালা।

কি হল নবমী নিশি হইল অবসান গো।
বিষাল ডমরু ঘন২ বাজে ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।
কি কহিব বল দুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ
মায়ের মলিন হয়েছে অতি সুবিধু বষান—

ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে তা দিতে পারি,
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান। কে জানে
কেমন মত, না শুনে গো চিত্তাহিত, আমি
ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণ গো।
পরাণ থাকিতে আর গৌরী কি পাঠান যায়,
মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন। কমলা
কান্তেরে লয়ে কহ হরে বুঝাইয়া হর আপনি
রাখিলে রহে আপনার মান গো।

রাগিণী কালেঙ্গড়া। তাল জলদতেতালা।

ওগো উমা আজু কি কারণে পোহাইল যামিনী
এত অস্থচিত্ত কেন গো করে শূল পাণী।
আমি উমার লাগিয়ে অনেক ক্লেশ পেয়ে এ
তনু সফল করি মানি।
হেরিয়ে ও চাঁদ মুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ,
আজু কেন কান্দিছে পরাণী। ১।
আমি তোমারে পাইয়ে, সকল দুঃখ বিস্মরিয়ে,
নাহি জানি দিবস রজনী॥
আজু বিধি বিড়ম্বিল, মনের আশা না পুরিল,
এখন আমি কি করি না জানি।২।

সতত আমার মনে, ভয় সম তোমাবিনে,
জল বিনে যেন চাতকিনী।
অতি নিদারুণ হর, পাষাণ সে দিগম্বর,
কেন দিলাম তাহারে নন্দিনী। ৩
আমার মনের আগুন দিগুণ উথলে কেন মা
বুঝি গিরি পাঠাবে এখনি।
কমলাকান্তের নিষেধ না মানে প্রাণ না ছাড়িব
চরণ দুখানি॥

রাগিণী জঙ্গলা ঝিঁঝোটী। তাল ঠুংরি।

জয়া বল গো পাঠান হবেনা,।
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না।
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ও কথা আমারে বলো না।
ওগো হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে,
প্রহরি দুটি নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয় জয়া তখনী
ত্যজিব প্রাণ।
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ,
তিন দিন যদি রয়না, তবে কি সুখ আমার
এছার ভবনে, এদুঃখে প্রাণ আর রবেনা॥
যাতনা কেমন, না জানে কখন,
বিশেষে রাজার কুমারী!

আর কত দুঃখ পাবে সে থানে,
জয়া হর যে স্বনম ভিখারি।
ওগো শ্মশানে মশানে, লইয়ে যায় এধনে,
আপনার গুণ কিছু জানে না।
আবার কোন লাজে হর এসেছেন লইতে জা'
জানেনা যে বিদায় দেবেনা।
তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈল রাণী,
উপদেশ কহি তোমারে, কত বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত
ঐ পদ তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে। কমলাকা-
ন্তের, নিবেদন ধর, শিব বিনে শিবে পাবেনা,
যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে, তবে
তোমার গৌরী যাবেনা।

রাগিণী পরজ কালেঙ্গড়া—
তাল ঢিমা তেতালা।

আমার গৌরীরে লয়ে, যায় হর আসিয়ে,
কি কর হে গিরিবর রঙ্গ দেখ বসিয়ে।
বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম না না মত,
শুনিয়ে শুনেনা কেন ঢলে পড়ে হাসিয়ে।১।
একি অসম্ভব তার, অভরণ ফণী হার, পরি
ধান বাঘ ছাল ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে

পারি, সোনার পুতলী দিলে পাথারে
ভাসিয়ে ।।
শুন গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়,
অনিমাদি আছে যার চরণে লুটায়ে।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর রাণী,
পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে ।।

রাগিণী মুলতান। তাল জলদ তেতালা।

বিজয়া—ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধু
মুখ হেরি, অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা
যাও গো, আস্থাই।
রতন ভবন মোর আজি হৈল অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এছার জীবন।
এই খানে দাঁড়াও মা বারেক দাড়াও মা,
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও ॥
দুইটি নয়ন মোর রইল পথপানে।
বলে যাও আসিবে আর কত দিনে এভবনে
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও,
বিধু মুখে মা বলিয়ে মায়েরে জুড়াও।

রাগিণী মল্লার। তাল একতালা।

জয়কালী রূপ কি হেরিলাম।
কাল বরণে, জলধর বরণে,
হর পর রতন নূপুর চরণে।১
কঙ্কালী বেড়া কর কিঙ্কীনী সোণিত শোভিত
কিংশুক যিনি অমরা বালিকা ধ্যান মুনি
নয়ন আপনারে আপনি পাসরিলাম।১
চন্দ্র চমকে বয়ানে ধন্য আহা মরি২ কি রূপ
লাবণ্য, হেরিয়া হরিল জ্ঞান, ধিক্‌রে প্রাণ,
জবা দান পদে না করিলাম।২
যে আনিল মাকে ধরণী পৃষ্ঠে, সেই নর ভূপতি
নৃপতি শ্রেষ্ঠ, রামকৃষ্ণ ভাল মহিপাল, ইহকাল
পরকাল তারিলাম।৩

রাগিণী জঙ্গল। তাল একতালা।

মন যদি মোর ভুলে, তবে বালির শয্যায়
কালীর নাম দিয়ো কর্ণমূলে।

এ দেহ আপনার নয় রিপুসঙ্গে টলে,
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গা
জলে। ১
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ, ভোলা প্রতি বলে আমার
ইষ্ঠ প্রতি দৃষ্ঠ খটো কি আছে কপালে।

রাগিণী পুরবি। তাল একতালা।
ভবে সেই পরমানন্দ যে জন পরমানন্দ
ময়ীরে জানে।
সেজে না জায় তির্থ পর্য্যটনে কালী ছাড়া
কথা না শুনে শ্রবণে সান্ধ্যাপুজা কিছু না
মানে যা করেন কালী এই সে মনে ১
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থুল, সহজে
হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবার্ণবে পাবে সে কূল
বল সে মূল হারাবে কেমনে। ২
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দা
শুনিবে কেন আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে
কালী নামামৃত পিয়ুষ পানে।৩

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজার তপস্যায় সঙ্গীছিল।
মহারাজার মন্ত্র গুরু ও দত্তক গৃহিতামাতা মহারাণী ভবানীর
সহিত তাহার বিবাদ হওয়াতে রাণীরাজার প্রতি অপ্রসন্না-
ছিলেন।

রাগিণী বাহার। তাল যৎ।

জয়কালী জয়কালী বলে যদি আমার প্রাণ জায়, শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারানসী তায়। ১

অনন্ত রূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পায়, কিঞ্চিৎ মাহাত্ম জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গাপায়। ২

বেহার রাজ্যাধিপতির মাহাত্ম্য হরেন্দ্র ভূপ বাহাদুর প্রণিত গীত।

রাগিণী টড়ি। তাল ঢিমা একতালা।

দিগবাস গলিত কেশ।

মরি ঘোর সমরে, বামা করে২, সুন্দর হর হৃদি সরবর রক্তোৎপল পদে প্রকাশ। ১

ভাই এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে, এমন মূর্ত্তি দেখিনাই।

ভূপে কয় মোর মনে লয় বটে বটে বটে বে ভাই এমন মূর্ত্তি দেখি নাই। মায়ের ওষ্ঠাধর নব দিবাকর বদনাক্ষিতে তিমির নাশ। ১

ভাই দিতি সুতলুক, সবে চেয়ে রইল, ভাবে ছল ছল সজল আঁখি, ভাবে ছল ছল, সজল আঁখি।

* অক্ষী—চন্দ্র বদনাক্ষী—বদন চন্দ্র ইত্যর্থ

ভূপে কয়, মোর মনে লয়, তারার বরণ তা-
রায় রাখি তারায় বরণ তারায় রাখি। কিবা
চঞ্চলাকুল দন্ত উছল অমৃতার্ণব অট্ট হাস।২

রাগিণী বেহাগ। তাল ঢিমা একতালা।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনি ঐ রমণী,
বামার করে করাল সোভিছে ভাল কর-
বাল দামিনী।
সজল জলদ সোণিত সঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে
তাল বিভঙ্গে রে। মায়ের শিরে শিশু
শশী ষোড়সি রূপসা, শশীমুখি কাশী
বাসিনী।
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে নাসিছে দনুজ
মাতে ভাসিছে রে, শ্রীহরেন্দ্র কহিছে
হৃদি প্রকাশীছে তব রূপে ভবজননী।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

তার কি সমনের ভয় মা যার শ্যামা!
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে জাবো ধামে বাজাইয়ে দামা। ১

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

নীল-বরণি নবিনা রমণী, নাগিণী জড়িত
জটা বিভূষণী, নীল নলিনী যিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী।১
নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরূপমা ভালে
পঞ্চরেখা শ্রেণী, নৃকর চারুকর সুশোভিনী
লালো রসনী করাল বদনী।২
নিতম্বে নিচোল সার্দ্দুল ছাড়, নীলপদ্ম
করে করি করবাল, নৃমুণ্ড খর্পর অপর ভুকর
লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী।৩
নিপতিত পতি সব রূপ পায়, আগমে ইহার
নিগূঢ় না পায়, নিস্তার পাইতে শিবের উপায়
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্র নন্দিনী।৪

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

দিন তারিণী দুরিত হা রণী।
স্বত্ত্বরজতম ত্রিগুণ ধারিণী, সৃজন কারিণী,
সগুণা নিগুণা সর্ব্বস্য রূপিণী। ১

নবদ্বীপাধিপতী ৺মহারাজা সিবচন্দ্র
রায় বাহাদুরের গীত।

ত্বংহি কালীতারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি
মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি, ত্বংহি স্থল জল
অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ
প্রসবিনী। ২

সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মিমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন
জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়, বৈসেনিক বে-
দান্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত তথাপি জানিতে
পারেনী। ৩

নিরুপাধি আদি অন্তরহিত, করিতে সাধক
জনার হিত,গণেশাদি পঞ্চরূপে কাল বঞ্চ,
কালভয় হরা ত্রিকাল বর্ত্তিণী।৬

সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার
উপাশকে নিরাকার, কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যো-
তির্ম্ময় সেহ তুমি নগ-তনয়া জননী।৫,

যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি
সে পরম ব্রহ্ম কয়, তৎপরে তুরীয়১ অনি
র্ব্বচনীয় সকলি মা তা ত্রিলোক ব্যাপিণী।৬

---

(১) তুরীয় ত্রিগুণাত্মকের অতীত অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম।
মহিম্ন স্তব ত্রিংহশ্লোক।

রাগিণী মল্লার। তাল ঢিমা একতালা।

কেও রমণী নিরদ বরণী সব হৃদি পরে
সমরে নাচিছে।
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ নখরে নলিনী
প্রকাশ হইছে। ১।
শ্রীচরণ গুণে, ত্রিভয় ত্রিগুণে, শুধিরে
মধুর নূপুরর বাজিছে। শুনিয়া সে ধ্বনী,
কনক কিঙ্কিণী, ছলে শুব শ্রেণী স্মরণ
লইছে। ২
নাভি সরোবর সলি আশয়, ত্রিবলির
ছলে করি বর ধায়, কুচ কুম্ভবর বিধের
আধার যার পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে।৩
শুচারু চাচর চিকুর কান্তি,চাহিতে চাতকে
জলদ ভ্রান্তি,শ্রবণ শ্রান্তি করয়া শান্তি, শ্রীশ
মানস আসন আছে।৪

সমাপ্ত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

লাজ ভয়ে কেরে নাচে কার কামিনী।
করে অসি মুক্ত কেশী, গলে দোলে মুণ্ড
রাসী, কুণ্ডু ঝুণ্ডু সঙ্গে সঙ্গিনি নব রঙ্গিনী।১
ললিত লাবণ্য বেস, গলিত হয়েছে কেশ, আল
ম্বিত চুম্বিত রয়েছে ধরণী। বিপরিত বিরাসনে,
মগনা আসব পানে, কালীকে মঙ্গল দায়িনী
কাল কাদম্বিনী।২

রাগিণী টৌরী। তাল মধ্যমান।

হর হৃদি হৃদে পদ, যিনি যেন কোকনদ
গদ গদ ভাবে কে প্রমদামদে নাচিছে।১
তুড়ী দিয়ে যোগিণী গণে করে গান, উন্মত্ত
সুধাপানে বামা পানে হেরি২ হাসিছে।২
সবে আশোয়ারি আমরি কি রূপ আভা কালী
দাস দাস ভাবে ভক্তি হেরিতেছে।৩

মুরশীদাবাদ বালুচর নিবাস কালীদাস
ভট্টাচার্য্যের রূপ সংক্রান্ত গীত।

রাগিণী টৌরী। তাল আড়া।

মৃগরাজ পরে কে রে বিহরে, বামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে। নবিনা হেম বরণী, ত্রিগুণ তারিণী ত্রিনয়নী, কোটি রবী শশী শোভে চরণ নখরে।১

রাগিণী বাগশ্রী। তাম মধ্যমান ঠেকা।

সমর তরঙ্গে ত্রিভঙ্গে, বামা, আতশী কুসুম আভা। কেশরি কেশরে দক্ষপদ কোকনদ, বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি, আহা মরি কিবা শোভা।১ দশ করে দশদিক, করিয়াছে সুপ্রকাশ, তরুণ অরুণ জিনি নয়ন প্রভা। নাশিতে মহিষ বলী প্রতি করে অস্ত্রাবলী, জয়ন্তি মঙ্গলা কালী কালীদাসের মন লোভা।

রাগিণী গৌরী। তাল আড়া।

হর মন বল্লভে হর মন বল্লভে।

পদ নখর নিকরে বিদ্যুতি, সুগতি গমনে কাঁপে বসুমতি, আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরি, ত্রিলোক দুর্ল্লভে।১

কালীদাস আর কিসের ভাবনা, ভবের ভাবনা ও রূপ ভাবনা, ধন পরিজন দেহ বিসর্জ্জন সুহৃৎ বান্ধবে। ১

নানা বিষয়ক।

রাগিণী বাগশ্রী। তাল মধ্যমান ঠেকা।

তরিতে যদ্যপি সাধ তবে শ্যামা পদ সাধ বসি যোগাসনে সাবধানে ধ্যানে যাগো নিশী। যে যাগে অন্তর যাগে তাহার অন্তরে যাগে শুষন্না সংযোগে আহুতি ভাগে ভাব মুক্ত কেশী।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান ঠেকা।

ভাবনা কেন রে মন, ভাবনা কেন ভবে, ভৈরবি ভরসা, প্রভাত সময় হলো। অখণ্ড মণ্ডল দ্বিজে, ব্রহ্মরন্ধ্র শরশীজে, যত চরাচর মাঝে, গুরু রূপে করে আলো।১
ত্রিলোকণ মঞ্চ আকার, তাহে পঞ্চ গুণাকর, সেই মন্ত্র সারাৎসার আধার মুলে।

প্রফুল্ল রক্ত কমলে, বিদ্ধ করা অষ্ট শূলে,
পুরের দ্বার মূলে দাস হয়ে থাকা ভালো।২
ত্রিপুরারি পুর পরে, কর্পূর(১) বর্ণ মন্দিরে,
বামা কি বিহারে হরে শুভেছে ভালো। ইন্দু।২
বিন্দু শোভে শিরে, বিজ রূপে সৃষ্টি করে, মন
ভ্রমে ভুলনারে, মুখে কালী বলো।৩

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল মধ্যমানঠেকা।

আমি কেমনে যাবো কালীপুর। চলিতে না
পারি পাপে তনু ভারি, যাতনা প্রচুর।২
যে ছিল সম্বল বল, রিপু হস্তে গত হইল, সুমতি
সঙ্গতি নাই পথ অতি দূর। ২
ভবনদি ভয়ঙ্কর, কেমনে হইব পার, বলে
কয়ে যদি পার, তবে সে চতুর। কালী গুরু
কর সার, সেই নৌকায় কর্ণধার, চাহিলে পা-
ওয়া যায় ধার, সে ধন প্রচুর। ৩

---

(১) কর্পূর বর্ণ অর্থাৎ মহাকাল প্রণীত কর্পূরাদি স্তবের প্রথম শ্লোকে কর্পূরবর্ণের যে অর্থ নির্দ্দেশ আছে তাহাই এভাবতা আদ্যার মন্ত্রের বীজ। (২) চন্দ্রবিন্দু যুক্ত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

আমি অপরাধি, অপরাধে রত, তুমি ক্ষেম-
ঙ্করী, ক্ষেমা করিবে সতত।
পেয়ে উচ্চ পদ, করি তুচ্ছ আশা, কি হবে গো
ভবে, ভৈরবী ভরসা। তার দণ্ড দিতে, এবার
মুণ্ড যাবে, এ কি কাণ্ড ঘটাইলে ভণ্ড ভবে,
তারা দুস্তারে নিস্তার সংসারেতে।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

তারা এবার আমারে কর পার, তরঙ্গে
পড়েছি ওমা না জানি সাঁতার॥১
একে দেহ জীর্ণ তরী, তাহে পাপে হইল
ভারি, কি ধরি কি করি ভবজলধি অপার।২
ভেবে ছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশী
বাশী, কাম সিন্ধু নীরে আসি পশিলাম
আর বার। এ কূল ও কূল হারা আমি,
মাঝামাঝি মাঝি তুমি, কালীর ভরসা
কেবল কলী কর্ণধার। ৩

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

ছজনা ডুবালে আমায়। লুটিল সর্ব্বস্য ধন মা বাকি জন্যে প্রাণ যায়।
ছজনা তসীল করে, আপনা আপনি সারে, বাকী জন্য বাঁধে মোরে, তেঁই মা ডাকি তোমায়।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান ঠেকা।

কবে হবে ভবে পরিসীমা, কত দিনে যাবে আমার মহত্ত গরিমা।
না হইতে যপ সারা, হইল অযপা সারা, উপায় কি করি তারা, ভয়ে ডাকি শ্যামা।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

এ দিনের সে দিন তারা কবে হবে গো, দিন দয়াময়ী নাম কবে প্রকাশিবে গো।
কবে হবে শুভ দিন ঘুচিবে মা এ দুর্দ্দিন, দিন, মণি তনয়ের ভাবনা ভবে। উপায় কি করি কালী, ভেবে তনু হইল কালী, তব কালীনামে কালী কলঙ্ক রবে গো।

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়া।

মাগো যোগেশ্বরি স্যামা আমার অন্তরে জাগ মুক্ত করা অসী ধরা মুক্ত কর কর্ম্ম ভোগ।

মায়া শয্যা পেয়ে কালী, নিদ্রাযাবে কত কালী, নিশি গেল অস্ত হইল জ্ঞানরূপ শশধর।

রাগিণী গৌরী। তাল আড়া।

গেল গেল দিন পরাধীন মন বলি তোরে ডাক হর গৌরী বলে। পরমায়ু দিনকর, ক্রমে হইল ক্ষীণ স্বর, অস্ত যাবে সন্ধ্যা-কালে, এল এল কালরাত্রি, যা করেন জগদ্ধাত্রী, তিনি সকলের কর্ত্তৃ ভাব বি-ফলে। অতএব অবিশ্রামঃ কালী বল কালীনাম, মুক্ত হবে মায়া জালে।১

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

মন কালী বলে ডাক রে সদা, শৌচাশৌচ নাহি ইথে নাম লইতে কোন বাধা।

শমন আসি নিশি দিন করিছে ভ্রমণ, তথাপি না গেল আমার মনেরি ধাদা।

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠেকা জলদ।

যেন মন ভুলে না,
আমার অন্তে যেন কালী কালী২ বলে রসনা।
মা ও চরণ করেছি সার, যা কর কর মা এই বার,
ভবনদী হইব পার,
কি হইবে তার বল না। ১।
মা এ দেহ সঁপেছি আমি, যা জান তা কর তুমি,
কালীদাস কালী বিনে অন্য কিছু জানে না। ২।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

রাজ রাজেশ্বরী, রাজকুমারী, বিরাজ কর গো মা
গো অট্টালিকা খট্টোপরি।
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর, মহারুদ্র মহেশ্বর, হয়েছেন
তব বাস তদুপরি। ১।

আগমনী রাগিণী পরজ—তাল মধ্যমান।

যাও গিরি গনেশ আনিবে প্রথমে।
সেই সুমঙ্গলে আমার মঙ্গলা আসিবেন ক্রমে। ১।

বোধনেতে সম্বোধন, প্রতিপাদে পদার্পণ,
পঞ্চমিতে আবাহন ষষ্ঠী সংযমে। ২॥
শুভ নিশি শুপ্রভাতে, সপ্তমীর দণ্ডে প্রাতে,
পত্রীকা প্রবেশ কালী হবে শুগমে।
মহাষ্টমী মহা তিথী, সন্ধীতে শুশয্যা অতি,
নবমীতে পুর্ণাহুতী, পূর্ণ দশমে। ৩।

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়া।

কি ঘটে কি পটে বুঝিতে না পারি,
সম্বৎসর পরে ঘরে এলেন রাজ রাজেশ্বরী। ১।
মহাপুজা মহাদিন, ডাকে আমি মহাদিন,
সুমঙ্গলে কোটি দিন, কিসে যাবে ভেবে মরি।২
যত্র তত্র গঙ্গাজল, নানা পুষ্প বিল্লদল,
উপস্থিত যে সকল, সব তোমারি।
যাহা দিবে তাহাই দিব, লাভে হতে প্রসাদ পাব
চিরদিন নিকটে রব, হোয়ে তব আজ্ঞাকারী। ২

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়া।

মৃগ পতি পরে শোভে পশুপতি দারা তারা।
মহিষ নিধন বেশে দেশে দেশে অবতারা॥

কমলা কমলা সনে, বাণী মগ্ন বীণা গানে,
সহ গুহ গজাননে, দীনের দুর্গতি হরা।
কোলাহল কলরব, মহাপূজা মহোৎসব,
ধন্য হইল ধরা।
ঊর্দ্ধভাগে আছেন হর, বৃষ পরে গঙ্গাধর,
কালীকে মঙ্গল কর, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা। ১।

নবমী বিজয়া।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

ক্ষণেক বিলম্ব কর কেন হর প্রাণ হর।
না হইতে দশমী এলে তুমি প্রাণ গৌরী লইবার
আমি চিতা শয্যা করি, অনল দেও ত্রিপুরারী,
বামে রাখি যাবেন গৌরী, যাত্রা হবে শুভঙ্কর।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

বাণী বীণাপাণি, ত্রিজগতপতি রাণী ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মরূপিণী, সারদা বরদা শিবে।
ধ্বনী রূপা ধরাতলে, শব্দ ব্রহ্ম সবে-বলে, আ-
কাশবাসিনী কালী, কবে দয়া প্রকাশিবে।

নানা বর্ণময়ী তুমি, কি দিয়া বর্ণিব আমি,
সর্ব্ব জীব অন্তর্যামী, হৃদে বসিবে।
বেদ মাতা বেদে ভাষে, মগনা সঙ্গীত রসে,
সা, রে, গা, মা, প, ধা, নি, শা,
কালীদাসে আদেশীবে॥

সমাপ্তঃ।

আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রসংশিত পদ কর্ত্তার পদগুলি কালের দীর্ঘতা হেতু সকল সংপূর্ণ পাওয়া গেল না। কিন্তু অঙ্গ হিন বলিয়া ত্যাগ করিলে ইহাও পাওয়া যাইবে না।

রাগিণী আড়ানা বাহার।—তাল আড়া।

মা কে বিহরে সমরে কুল কামিনী,
বিবসনী ত্রিনয়নী অম্বুজ বরণ।
ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনী, বিকট ব্যাত্যাননী,
মহা ঘোরে ঘোর নিনাদিনী। ২।
শব শিশুকুণ্ডল, দোলে শ্রুতিমূল,
দনুজ মুণ্ডমালে আপাদ লম্বিনী।
হরহৃদি পঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি,
অকিঞ্চন কৃতার্থ তরণী। ৩।

রাগিণী আড়ানা বাহার।—তাল আড়া।

গিরিশ গৃহিণী, গৌরী গিরি নন্দিনী,
গণপতি জননী, গীর্ব্বাণ গণ পালিনী।
কমলা বদনী উমা, বিশালা নয়নী ধুমা,
বিবিধ বরণী বিশ্বজন নন্দিনী।
সতী প্রজাপতি কন্যা, সর্ব্বস্য রূপণী ধন্যা,
দা সদাশিব মান্যা, সুখ শালিনী।
অভয়া অপরাজিতা, অমৃতা অদ্ভুতা স্মিতা,
অনাথ অকিঞ্চন অশেসাদ্ম বারিণী। ৩।

জেলা নদীয়ার অন্তপাতি চুপিগ্রাম নিবাসী ৺ দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রণীত গীত অকিঞ্চন নামে ভণিতা।

রাগিণী ললিত বিভাষ।—তাল আড়া।

ঘন রুচী এলোকেশী নাচিছে কে রণে,
নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে রণে।
হুহুঙ্কার ঘোর ময়, বিনাশিছে সৈন্যচয়,
এ বামা সামান্যা নয়, হয় যে অনুমানে।
অব্যক্তা হইয়া ব্যক্তা হইবে সুর হিতাসক্তা,
এ রণে জীবন ত্যক্তা হবে দৈত্যগণে।
শ্যামাঙ্গে রুধির চিহ্ন প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন,
যেন জবাদল ছিন্ন, যমুনা জীবনে।
কিবা হাসির হিল্লোলে, মেঘ কোলে তারা খেলে
ও রূপ হৃদিকমলে, স্থাপে আকিঞ্চনে।

রাগিণী ঝুমঝিঝিট।—তাল একতালা।

রণ রঙ্গিণী, রণ রঙ্গিণী তরল তরঙ্গিণী,
শ্যামা হর মনোমোহিনী, ওকে ভীম তঙ্গিণী।
ডাকিনী যোগিনী সব, উনমত্ত হুহুরব,
করে ধরি যোগায় সুধা, হয়ে সঙ্গিণী। ১।

অদ্ভুত লীলা তোমার, কি হেতু রূপ ধর, ব্যাপ্তি জ্ঞান হলে পর, হ্রীংময়ী উলাঙ্গণী তব তত্ত্ব দৃঢ় অতি না জানি মা মূঢ়মতি, আকিঞ্চন প্রতি হও করুণাপাঙ্গিণী। ২।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট—তাল ঝাপতাল।

হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে।
কাঞ্চনে জড়িত যেন হিরকমণি সোভা করে॥
আধ মৌলি জটা পরিবেষ্টিত ফণি,
কুল কুল ধ্বনি তাহে করিছে মন্দাকিনী,
চরাচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শীরে। ১।
কিবা লোহিত বরণ এক নয়ন ডর ডরে,
অপর নয়ন খঞ্জন যিনি রচিত কাজরে,
গলে অক্ষমালা শোভে মানিক মুকুতা হারে।২।
রতন কাঞ্চন বলয়া অঙ্গুরী বাম ভুজে,
অঙ্গুলি দলেতে রবি নখরে বিধু সাজে,
অন্য কর শোভিতেছে বিশাল ডম্বুরে।৩।
নীল পট অজিন পরিধান অতি সুন্দর,
বামপদ কমলে বাজিছে নূপুর মঞ্জীর,
দক্ষিণ চরণে নৃত্য তাল ধরে। ৪।

আধ ভালে ভালে কিবা শোভিছে বালাক ইন্দু,
প্রকাশ অরুণ কিরণ অর্দ্ধ সিন্দুর বিন্দু,
সদা আকিঞ্চন ভাবে ঐ রূপ অন্তরে। ৫।

রাগিণী পরজ—তাল আড়া।
কার বামা রণে নাচিছে।
সুধাপানে ঢল ঢল ঢুলে পড়িছে॥
একেতো নিরদ কায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়,
কালিন্দী সলিলে যেন জবা ভাসিছে। ১।

নানা বিষয়ক।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।
এমন যাতনা সব কত দিন।
এমন যাতনা সব কত দিন॥
হয়ে প্রসন্না সদয়া, হের মহামায়া
করেছ আমায় জ্ঞান হীন। ১।
সদা কুসঙ্গে বাধিত, সাধন রহিত দুঃখিত,
মতি মলিন।
দেহ পদছায়া, ও গো মহামায়া
হোর অকিঞ্চন দীন। ২।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।
কবে সে দিন হবে, তারিণী মোরে তাবিবে,
অনন্য শরণ জনে চরণে রাখিবে।

রসনায় বলিবে তারা,　নাম মধুরাক্ষরা,
তারানাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে। ২।

রাগিণী কেদার—তাল একতালা।

এ মা যোগমায়া যোগেশ জায়া,
যোগযুক্ত বিনা নাহয় দুর্গে দুর্গা ত্রিতত্ত্ব সাধন।
আমি মূঢ় অতি হইয়ে মন্দ,
কুসঙ্গে ভ্রমণ করি মা সতত,
তব তত্ত্ব শ্রুতি পথ,
হারাইয়া অজ্ঞানান্ধ কূপথ মগন॥
যদি নিজ গুণে, অকৃতি সন্তানে,
প্রসন্না হও মা কৃপাবলম্বনে তবে অকিঞ্চন।
পায় পরিত্রাণ ভব দুষ্কৃতি বন্ধনে। ১।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল ঠেকা।

বল কি হবে মা দুরাশয় তনয়ের উপায়।
রিপু ছয়, আমারে ভুলায়॥
আমন্ম কুবাসনায়,　কাল গেল মন্দতায়,
নিকট যম যন্ত্রণা দায়। ১।
শুনি সর্ব্ব লোকে কয়,　দুর্গা নামে দুঃখ যায়,
ডাকি তারিণী তোমায় সেই ভরসায়। ৩।
যদি নাম মহীমায়,　অকিঞ্চন ত্রাণ পায়,
বিশেষ যশ প্রকাশ পায়। ৩।

রাগিণী টৌরী—তাল আড়া।

হের মহী দীনে, প্রসন্ন অধিনে, কে আছে তা
রিণী তোমাবিনে ত্রিভুবনে। দুর্গতি নাশিণী অম্বে,
জগদানন্দ দায়িণী, তনয়ে রাখ কৃপাবলম্বনে। ১
কমলে বিমলে শশধর ভালে,
গৌরী গিরীশ গৃহিণী গিরি বালে,
ভব জঞ্জালে, ত্রাহী আকিঞ্চনে। ২।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

এ নারি কে নারি, চিনিতে কার বনিতে।
শিরচ্ছেদ শঙ্করী, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করি,
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোনিতে॥

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়া।

জানিতেছি তোমা বিনে গতি নাহি আর তারা।
তবে কেন জেনে শুনে ভুলি ও গো ত্রিপুরা। ১।
মাতৃ গর্ভে তিমির ঘোরে, জ্ঞানদীপ অলোকরে,
রবি শশী মহা ঘোরে হেথা এলে পথহারা। ২।

রাগিণী সুরট মোল্লার—তাল আড়া।

কে আর তারিবে তোমা বই।
কেমবা পতিত রই, এতেক যন্ত্রণা সই,
জানি তুমি বিশ্বময়ী, আমি বিশ্ব ছাড়া নই,
আগম নিগম উক্তি, আশুতোষ এই যুক্তি,
আছে শক্তি দিতে মুক্তি, তেঁইসে তোমারে কই।

রাগিণী বাগশ্রী। তাল ঠেকা।

বুঝনা মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে দিনান্তে মনের ভ্রান্তে কালী বলে না ডাকিলে।

জঠরস্থে ছিলে যোগী, জন্ম মাত্র কর্ম্ম ভোগী, শ্যামা নামামৃত ত্যাগী, বিষয় সম্ভোগী হলে।১

অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি, ছয় জনার ছয় রীতি, সংপ্রতি তোমায় ম-জালে। ইন্দ্রবশে উন্মত্ত,পাইয়াছ যে সম্পত্ত্য পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব দশ ইন্দ্র অবশ হলে।

রাগিণী বেহাগ। তাল কয়ালী।

শঙ্করি সুরেশী শুভঙ্করি, সর্ব্বাণি, সর্ব্বেশ্বরী সুর শরণী, শিশু শশধর শির শোভনী, শরণা গত জনে সকল সম্পদ দায়িনী।১

সিংহ বাহিনী শূল শক্তি ধারিণী, শত সৌদা-মিণী যিনি সুন্দর বরণী, সারদা সুখদা সদা-নন্দ স্বরূপিণী, শক্কৃৎ অকিঞ্চনে সদয় হও স্বীয়গুণে, শিবে শমন দমন কারিণি।

সমাপ্ত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

কবে সমাধি হব শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে ॥
উপেক্ষিয়া মহোতত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশতত্ত্ব, সর্ব্ব
তত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞান তত্ত্ব ক্রিয়া তত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পর তত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে। ১
শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ধ্যান, ঐক্য হবে সংযোগ মনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চ ময় তপঞ্চ, পঞ্চে
পঞ্চান্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে। ২
মূলাধারে ধরাসনে, ষড়্‌দলে লয়ে জীবনে,
মণী পুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দ কুমার, ক্ষেমাঙ্কে হোর নিস্তার, পার
হবে ব্রহ্ম দ্বার, শিব শক্তি আরাধনে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলী গো হর মোহিনী মূলাধারে
মহোৎপলে বিনা বাদ্য বিনোদিনী ॥ শরীরে
শারিরী হস্তে, সুষম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে, গুণ ভেদ
মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী। আধারে ভৈর
বাকার, ষড়্‌দলে শ্রীরাগ আর, মণি পুরেতে
মল্লার, বসন্তে হৃদ প্রকাশিনী।

বিশুদ্ধে হিল্লোল শুরে কর্ণাটক আজ্ঞা পুরে,
তাল মান লয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী।
মহামায়া মোহ পাশে, বদ্ধকর অনায়াসে, তত্ত্ব
লয়েতত্ত্বাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয় তব তত্ত্ব
গুণ ত্রয়, ফাঁকি মুখে আচ্ছাদিনী।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল ঠেকা।

ভাবরে বসে মদনান্তক রমণী মন মানসে।
না হয় নাই পর্য্যটন শ্রম প্রেম গন্ধ ভাব কুসম
তেজ ধূপ দীপ প্রাণ আছেরে তব পাসে।১
সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ দেহ মন, ভাব রূপ
নৈবেদ্য কররে অর্পণ, কাম আদি ছয় জন,
বলির এই নিরূপণ জ্ঞান কৃপানে ছেদন কর
অনায়াসে। হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমীধ সমধি
ব্রহ্ম অগ্নি জাল তায় মন এই বিধি হোতাহও
ত্যজি কর্ম্ম দ্রাঢ্য ঘৃতে রাখি মর্দ্দ আহুতি দে
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনরে হেসে।

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

কালীপদ সরজ রাজে সহজে ভৃঙ্গ হওনা
মন, পদে মত্ত হও মকরন্দে মজে সদা-
নন্দে রওনা মন, মধুর ধার বাহিছে তার
চরণে স্মরণ লওনারে মন, পাদে ভৃপ্ত

হয় ত্বরায় যাও উদর পুরিয়া খাওনা মন,
শরসিপদ্মে পাদপদ্ম বিকশিত তাহে রিপু
ছয়জন করি চরণ সট্‌পদ হও ত্বরিত উ-
ড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি তত্ত্বপথে ধাও-
নারে মন ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে
পড়ে গুণ গুণ গুণ গাওনা মন। ২
যুগ্ম পদ্ম ভেজিয়ে বদ্ধ মায়া কেতকী ফু-
লেতে, তাতে কেবল ধন্ধ গন্ধ মাত্র অন্ধ
তত্র রেণুতে, জড়িত পঙ্ক কণ্টকে মন
তথায় বিরশ হওনা রে মন তাতে কি
সুখে রও নিরস পুষ্পে কিরস পাও তা
কওনা মন। ৩
বিষয় শীমুল শকুলে মন ব্যাকুল চিত্র হ-
য়েছে ব্যর্থ অর্থ চিন্ত সতত নিত্য অর্থ
ভুলেছো।
কুমার বলে শুন ওরে ভৃঙ্গ দুরাশাভঙ্গ হও
না মায়ের পাদ পদ্মে আসা বাসা করত
জাওনা মন। ৪

সমাপ্ত।

রাগিণী খট। তাল একতালা।

হিন্দিভাষা।

জয় জয় জগজ্জননী দেবী শুর নর মুনী অ-
শুর সেবি ভক্তি মুক্তি দায়িনি ভয় হরণ কালীকে।
জয় মহেশ ভামিনী অনেক অনেক রূপ গামিনী
সমস্ত লোক পালনী হিম শৈল বালিকে।১
ব্রহ্মে চরণ করে কৃপাণ শেল শূল ধনুক বাণ
দনুদল দলনী মাত রণ করালীকে ১
রঘুপতি পদ পদম প্রেম তুলসী চাহে অচল
নেম দেতো হো প্রসন্ন মাত পতিত পালিকে।১

সমাপ্ত।

নীলাম্বরের পদাবলী।

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল পোস্তা।

শমনে শঙ্কা কি মন শ্যামা নামে ডঙ্কামারো!
শ্যামা স্থত সাশন করে এ যোগ্যতা কার।
কালীদাস অসুদাস হবে কি তার কিসের অহ-
ঙ্কারো।২
কালি নামের দোহাই দিলে ডরায় হরিহর
আমি যার ছেলে তার উদরে এ তিন সংসার॥
কালীনাম গান পান কর নিরন্তরো!
যেমন লঙ্কা জয়ী রাম হয়েছেন তেমনী হাম নীলা
ম্বর।ঐ

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল পোস্তা।

যদি জয় হবি যমে জয়কালী জয় কালী
বলো অষ্টপ্রহর সঙ্গে জপো তিলেক না
ভুলো।
সে যে কাল কামিনী কাদম্বিনী অকুলেতে
দেয়রে কুলো।
নীলাম্বর বলে মন রসনার সঙ্গে চলো, শয়নে
স্বপনে ডাকো শ্যামা যদি থাকবি ভাল।৩

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল পোস্তা।

শ্যামা তোর শয্যা দেখে লজ্জা করে ধৈর্য্যধর,
সুর নর হাসে আর যতেক অসুর দুটী চর
ণের ভরে শয় কত আর এবার মলো দিগম্বর।
তুমি গতি মুক্তি প্রদা প্রকৃতি সংহার কেন সংহা
রিণী এত সুখের সংসার সংহার।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

শমন মিছে আশা কর। পাশা পাড়াইতে
কি আমার পার।
ছক রেখেছি বাধ্য করে সাধ্য নাই হারাইতে পার
জয় দুর্গাবলে পাষ্টিফেলে দান মেরেছি কচে বার।
রোখ করে রয়েছি বসে দুর্গানাম লয়ে মূলাক্ষর
কেন মরবি হেরে যারে ফিরে জিন্‌বে বাজি
নীলাম্বর।। ১ সমাপ্ত।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল যৎ।

মন তুমি এই কাল মেয়ে কি সাধনায় পেলে।
বল। কাল রূপের আভা দেখে নয়ন মন সব ভুলে গেল॥
ছিল বামা কার ঘরে কেমন করে আনলী তারে
কাল নয় পুর্ণিমার শশী হৃদয় মাঝে করে আলো
অরুণ যেমন প্রভাত কালে তেমনী চরণ তলে,
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে ও পদে জবা দিলে সাজে ভালে।

রাগিণী গারা ভৈরবী তাল যৎ।

তীর্থ বাসী হওয়া মিছে তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ ছাড়া রে মন কোন তীর্থ কোথায় আছে॥
শুনেছিরে লোকে বলে অযোধ্যা নগরে গেলে
দেখিলে সে রাম লীলে সকল পাপ ঘুচে।
পুনঃ মুনি লিখেন বেদে সেই রাম পড়ে বিপদে
দিয়ে রক্তজবা কালী পদে তবে তো রাবণ বধেছে॥১
দ্বারকা মথুরা পুরী শ্রীবৃন্দাবন আদি করি কৃষ্ণ
যথা লীলা কারী লীলা করেছে।
সেই কৃষ্ণের জন্ম কথন কংস রাজা বধে জীবন

মায়া রূপা হয়ে এখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।২।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ মুক্তি পেয়েছে। ৩।
শম্ভু ভাবে দিবা নিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হয়ে শশ্মান বাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।
ভাব সেই পরমেশ্বরী।
ভ্রমে ভ্রান্ত হয়ে ভূলনা রে মন॥
প্রভাতে বালিকাকৃতি আদিত্য মণ্ডলে স্থিতি,
রক্ত বর্ণা পরমা কুমারী।
মধ্যাহ্নে যুবতী বামা শ্যাম বর্ণা নিরুপমা,
সায়ং বৃদ্ধা শীতাঙ্গিনী নারী। ২।
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের বাণী, নিশুম্ভ শম্ভ নাশিনী,
শম্ভু মনহরা শাকম্বরী।
শম্ভু বাঞ্ছিত পদ সুধা শক্তি
কোকনদ বিরাজে তায় গঙ্গা গোদাবরী। ৩।
সমাপ্তঃ।

রাগিণী গারা ভৈরবী।

কেনেগো ধরে নাম দয়াময়ী তার এমা তায়।
আমারে কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলাঙ্গিনী রয়।
জনম ভিকারী পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,
এ কূলে ও কূলে তোমার দাতা কেহ নয়॥
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ঘরে,
সম্পদ খানী পদ হরের হৃদয়। ১।

সমাপ্তঃ।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদাবলী।

রাগিণী খট——তাল একতালা।

দেখ হে ভূপ কি অপরূপ রণ সমাজে ওই ওই ওই।
কাহার কামিনী ভুবন মোহিনী অনুগামী ব্রহ্মময়ী
ময়ী ময়ী। ১। চৌদিকে যোগিনী করে কর ধ্বনী
শুন হে ধ্বনী মাভৈ মাভৈ। ২। কেহ ধরে তাল,
কেহ বাজায় গাল করিতেছে কেহ হৈ হৈ হৈ। ৩।
মনে জ্ঞানহয় বলে পরাজয় এবার বুঝি হইহ্‌হই।
ডাকিয়ে নিশুম্ভে কহিছে শম্ভু, কৈ বামা কৈ২কৈ।
যে পদ স্মরণ লয়ে পঞ্চানন মরণ ভয়ে জয়জয়ী২।
ত্যজ রণ সাজ ওহে মহারাজ লাজ নাই ইথে কই
কই কই॥

সমাপ্তঃ।

নাচে ফেরে দিগম্বরী দিগম্বর হর হৃদি পরে ।
একি অপরূপ রূপের সিন্ধু অর্দ্ধ ইন্দু শোভে শিরে।
চপলা যিনি ত্রিনয়না, চপলা যিনি দন্ত শ্রেণী
চপলা যিনি শীঘ্র গামিনী চপলা রূপে আলো করে
অমিয় যিনি মুখশোভা তায় অমিয় সম শ্রম জল তায়
কেশরী যিনি বিক্রম জ্ঞান কেশরী,
যিনি কঙ্কালী ক্ষীণ কেশরী যিনি নাদ সঘন গৌর-
মোহন হেরি হেরে । ৪ ।

জেলা পাবনার তাতিবন্দ নিবাসী শ্রীযুত বাবু
যাদবচন্দ্র বাগ্‌চি প্রণীত গীত।

রাগিণী ভৈরবী ।তাল একতালা । কাশী মহাত্ম্য।
ভয় কিরে মন মরণ কারণ প্রবেশীলে আশী
কাশী নগরী । এযে আনন্দ কানন রাজা ত্রিলো
চন অন্নপূর্ণা যথা রাজেশ্বরী । ১ । আছেরে পুরীর
মহিমা প্রবীণ, হাটামাত্র হয় শীব প্রদক্ষিণ, চিন্তায়
মনন যোগ হয় যম, কথা মাত্র হয় স্তব করা তাঁরি ।
বিশেষ মানব ধুণ্ডী দণ্ডপাণি, গুহ গঙ্গা আর ভৈ-
রব ভবানী মণিকর্ণীকার কত শোভা পায় হেরি
মুক্তি পায় পাপী দুরাচারী । ৩ । বহু জন্মাজীত
পাপ নাশী, অসী, করুণা করুণা নিদানী বরুনা
অসী, যাদবের যাদব মণের মশী, সার্থক জীবন
কর স্নান করি । ৪ । সমাপ্তঃ।